আলোর মিছিল

তৃতীয় খণ্ড

ডঃ আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)

তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন কাহিনী

আলোর মিছিল

তৃতীয় খণ্ড

মূল

ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা

বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ

অনুবাদ

মাওলানা নাসীম আরাফাত

শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, (দোকান নং ৫)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইমামে আযম
আবু হানীফা নুমান ইবনে সাবেত (রহঃ)
-এর পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে।
যার অসামান্য মেহনত ও কুরবানীর বদৌলতে ফি-কাহ্ শাস্ত্র
সংকলিত হয়েছে এবং আমাদের জন্য দ্বীনের
উপর আমল করা সহজ হয়েছে।
আল্লাহ পাক তাঁকে এবং অন্যান্য ইমামদেরকে
জান্নাতে সুউচ্চ মাকাম দান করুন।
আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

— *অনুবাদক*

লেখকের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হে আল্লাহ! আমি নির্ভরযোগ্য সুনির্বাচিত
তাবেঈদেরকে এমন প্রাণ উজার করে ভালোবাসি,
যার চেয়ে অধিক ভালো আমি প্রিয় রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় সাহাবীদের
ছাড়া আর কাউকেই বাসি না।
সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমাকে
মহাত্রাসের দুর্দিনে 'এই দল' (তাবেঈগণ) অথবা
'ঐ দল' [সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)] -এর যে কোন
একজনের পাশে একটু খানি স্থান দিয়ো।
তুমি তো জানো! আমি শুধু তোমারই জন্য
তাদেরকে ভালোবাসি! ইয়া আকরামাল আকরামীন।

–আবদুর রহমান

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হজ্জের সময় বাইতুল্লাহ্ শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট একটি লাইব্রেরী থেকে 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস্ সাহাবাহ্' নামক একটি চমৎকার কিতাব ক্রয় করি। নামায, তাওয়াফ, তিলাওয়াত ও হজ্জের অন্যান্য কার্যাদির ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পেতাম কিতাবটি নিয়ে বসে যেতাম, এমনকি মিনা, আরাফাহ্ ও মুজদালিফার ব্যস্ততম দিনগুলোতেও কিতাবটি সাথে রেখেছি এবং সামান্য সুযোগেও সেটা পড়ার কাজ অব্যাহত রেখেছি।

কিতাবটি আমার এতই পছন্দ হয়েছে যে, মদীনা শরীফে যখন এই একই কিতাব মক্কা শরীফের চেয়ে দশ রিয়াল কমে পেলাম, তখন এক স্নেহাস্পদকে হাদীয়া দেওয়ার জন্য এর আরো একটি কপি ক্রয় করলাম। এই পবিত্র সফরে অনেক মুরুব্বীকেও এর বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি। তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং বঙ্গানুবাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার দরুণ কখনোই এ দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

পরবর্তীতে মাওলানা মাসউদুর রহমান ছাহেব (আলোর মিছিলের প্রথম খণ্ডের অনুবাদক) একই লেখকের এ ধরণেরই অন্য আরেকটি কিতাব "সুওয়ারুম্ মিন হায়াতিত্ তাবেঈন" আমাকে দেখান। আমি দুদিন পর্যন্ত কিতাবটি দেখলাম। কিতাবটি আমাকে তার ভক্ত বানিয়ে ফেললো। মাসউদ ভাইকেই অনুবাদের দায়িত্ব দিলাম। তিনি সুন্দরভাবে ১ম খণ্ডটি অনুবাদ করে দিলেন এবং অবশিষ্ট খণ্ডগুলো অচিরেই অনুবাদ করবেন বলে জানালেন।

কিন্তু তিনি চাকুরীতে সৌদী আরব চলে যাওয়ায় আজ প্রায় চার বৎসর পেরিয়ে গেলেও তিনি তা করেননি। এদিকে আগ্রহী পাঠকদের ফোন ও চিঠি অব্যাহতভাবে আসতে থাকে, যাতে অন্যান্য খণ্ডসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের জোর আবেদন করা হয়। ফলে আমিও যোগ্য অনুবাদক খুঁজতে থাকি।

আলহামদুলিল্লাহ্! জামিয়া শারইয়্যাহর স্বনামধন্য উস্তায জনাব মাওলানা নাসীম আরাফাত ছাহেব আলোর মিছিলের তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ হৃদয়

নিংড়ানো ভালোবাসা ও আবেগ নিয়ে অত্যন্ত যত্নের সাথে সম্পাদন করেছেন যার সুস্পষ্ট ছাপ পাঠক কিতাবের প্রতি ছত্রে ছত্রে অনুভব করবেন। আল্লাহ পাক তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর অনুবাদও আলহামদুলিল্লাহ জনাব নাসীম আরাফাত ছাহেবের তত্ত্বাবধানে দ্রুত এগিয়ে চলছে। আমরা আশা করছি অতি অল্প দিনেই বাকী খণ্ডগুলো পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারবো। ইনশাআল্লাহ।

মুল গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে দুটি কথা

মূল গ্রন্থকার বিখ্যাত আরব সাহিত্যিক, গবেষক, লেখক মরহুম ডক্টর আবদুর রহমান রাফাত পাশা (রহঃ)। মূল গ্রন্থের নাম 'সুওয়ারুম্ মিন হায়াতিত্ তাবেঈন'। লেখক তাঁর কালজয়ী এই গ্রন্থে শুধু কেবল একান্ত সত্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাগুলোকেই স্থান দিয়েছেন। সুতরাং আরব বিশ্বে ব্যাপকহারে সমাদৃত ও বহুল পঠিত এই রচনা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এটি সব ধরনের বাহুল্য, ভুল ও দুর্বল তথ্য মুক্ত একটি অমর ও অনবদ্য গ্রন্থ।

এতদসত্ত্বেও উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন এ গ্রন্থের হৃদয় জুড়ানো ভাষা ও আবেগ জাগানো এক অনন্য রচনাশৈলী পাঠককে আলোড়িত করে তীব্রভাবে। পাঠক কখনো হন মুগ্ধ, কখনো আবার ভীষণ বেদনাহত। কখনো তার হৃদয় কূলে আছড়ে পড়ে অনুশোচনার ঢেউ। কখনো ভেসে যায় তার দু'চোখের কূল। লেখকের অপূর্ব বর্ণনাভংগি পাঠককে বইয়ের পাতা থেকে একটানে তুলে নিয়ে যায় সেই সুদূর অতীতে, সোনালী যুগের এক সোনালী সকালের পবিত্র আসরে। এভাবেই এ গ্রন্থের জীবনীগুলো প্রত্যক্ষ করতে থাকেন স্বচক্ষে।

এই গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডে যেসব মহামনীষীর জীবন কথা আলোচিত হয়েছে, ইসলামে তাঁদেরকে আখ্যায়িত করা হয় 'তাবেঈন' বলে। তাঁদের নামের শেষে বলা হয় 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি'। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাঁর রূহের উপর।

মূলতঃ এ পৃথিবীর যাবতীয় কল্যাণকর ও উত্তম আদর্শের যিনি মূর্ত প্রতীক, যিনি সততা, সাধুতা, সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণকামিতাসহ যাবতীয় উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি মনুষ্যত্বের নির্মাতা, তিনি হলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

যুগস্রষ্টা, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক এই মহামানব মাত্র তেইশ বছরের নবী জীবনে আসমানী অহীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে গড়ে তুলেছিলেন এমন একদল মানুষ, যারা আজ পর্যন্ত এবং অনাগত ভবিষ্যতের মহাপ্রলয় পর্যন্ত এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাদুতুল্য শিক্ষা আর পরশপাথরতুল্য সান্নিধ্য যাদেরকে এনে দিয়েছিলো 'সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি'র বিরল সম্মান আর তাঁদের যুগকে দিয়েছিলো 'সোনালী যুগ'-এর আখ্যা। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ শিক্ষা ও সান্নিধ্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত 'তাঁরা' এবং তাঁদের 'যুগ' ছিলো 'বর্বর' বলে অভিযুক্ত।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইসব সহচর, যারা তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা ও সান্নিধ্যের ঈমানী সুবাস নিয়েই যাদের মৃত্যু হয়েছিলো, তাঁদেরকেই বলা হয় সাহাবী। তাঁদের নামের শেষে বলতে হয় রাযিয়াল্লাহু আনহু বা আনহা'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর শিক্ষায় জীবনগড়ার একমাত্র মাধ্যম ছিলেন তাঁরই হাতে গড়া সাহাবী জামা'আত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাওয়ার ফলে তাবেঈগণ একমাত্র মাধ্যম সেই সাহাবী জামা'আতকেই আঁকড়ে ধরেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষায় আলোকিত করে তোলেন নিজেদের জীবন ও মনন। কোন তাবেঈ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সাক্ষাত ও সান্নিধ্য পাননি। তাঁরা পেয়েছিলেন 'আসহাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' -এর সরাসির শিক্ষা ও সাহচর্য। এজন্যই তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হতে পারেননি, পেরেছিলেন তাঁর সহচরদের সহচর হতে। এভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পেলেও সাহাবায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় তাবেঈদের মাঝেও নিখুঁতভাবে গড়ে ওঠে সমস্ত ঈমানী গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

ফলে তাঁরাও দিনের আলো আর রাতের আঁধারে সমানভাবে আল্লাহকে ভয় করতেন। দুর্দিনে আর সুদিনে সমানভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। আমীর ও ফকীর, শাসক ও শাসিত সকলের সামনেই তাঁরা নির্ভিকভাবে হকের উচ্চারণ করতেন। এসব ঈমানী বৈশিষ্ট্যের কারণেই সাহাবীগণের পরে উম্মতের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসন তাবেঈগণের। যে কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে উল্লেখ রয়েছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। তিনি বলেছেন–

"আমার যুগটাই সর্বশ্রেষ্ঠ তারপর পরবর্তী যুগ তারপর তারও পরের যুগ..."

আমার ধারণা বর্তমান লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, নীচতা-হীনতা ও বর্বরতার এই ঘন অমানিশায় আচ্ছন্ন পৃথিবীতে 'আলোর মিছিল' আশার আলো ফুটাতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ!

বইটির প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করেছি। তারপরও কোন অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে, আমাদের জানানোর অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর এ সকল প্রিয় বান্দার জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
আজিমপুর, ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত সালামা ইবনে দীনার (রহঃ)	১১
হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহঃ)	২৩
হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ)	৩৫
হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ) (ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাবের সাথে)	৫৪
হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ) (কুতাইবা ইবনে মুসলিম বাহিনীর সাথে)	৬৪
হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)	৭৯

আলোর মিছিল

চতুর্থ খণ্ড

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াহ (রহঃ)
(মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব)

হযরত তাউস ইবনে কাইসান (রহঃ)

হযরত আল কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবি বকর (রহঃ)

হযরত সিলাহ ইবনে আসইয়াম (রহঃ)

হযরত উমর ইবনে আবদিল আযীয (রহঃ)

হযরত যাইনুল আবিদীন (রহঃ)

উপরোক্ত মহান তাবেঈনদের ঈমানদীপ্ত জীবনকাহিনী নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে আলোর মিছিলের চতুর্থ খণ্ড ইনশাআল্লাহ্।

হযরত সালামা ইবনে দীনার (রহঃ)

আমি এমন কাউকে দেখতে পাইনি,
আবু হাযেমের মুখের চেয়ে প্রজ্ঞা
যার মুখের অধিক নিকটতর ॥

- আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ

হযরত সালামা ইবনে দীনার (রহঃ)

হিজরী সাতানব্বই সালের কথা। খলীফাতুল মুসলিমীন সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক নবীদের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ডাকে সাড়া দিয়ে পবিত্র ভূমির দিকে যাত্রা শুরু করলেন।

উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্ক থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে তার উটের বহর দ্রুত বেগে ছুটে চলল।

কারণ পবিত্র রওযায় দরূদ পাঠে তাঁর হৃদয়ে রয়েছে অতিশয় আগ্রহ,

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পাঠে তাঁর হৃদয়ে রয়েছে অতিশয় আকর্ষণ।

খলীফার বহরের সাথে রয়েছেন ক্বারী, মুহাদ্দিস, ফকীহ, আলেম, আমীর ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

মদীনায় পৌঁছে যাত্রা বিরতি দিলে মদীনার সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাদেরকে স্বাগত জানাতে ও সালাম দিতে এগিয়ে এল।

কিন্তু মদীনার বিচারপতি, অবিসংবাদিত আলেম ও বিশ্বস্ত ইমাম সালামা ইবনে দীনার তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন না। তাকে স্বাগত জানালেন না। সালাম দিতেও এলেন না।

* * *

সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক মদীনাবাসীদের স্বাগত ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করার পর সহচরকে বললেন, খনিজ দ্রব্যের ন্যায় হৃদয়েও মরিচা ধরে যদি মাঝে মাঝে এমন কাউকে না পাওয়া যায় যে উপদেশ দিবে, নসীহত করবে এবং হৃদয়ের মরিচাকে দূর করবে।

সহচররা বলল ঃ হ্যাঁ, আপনি সত্য বলেছেন, হে আমীরুল মু'মিনীন!

খলীফা বললেন, মদীনায় কি এমন কোন ব্যক্তি নেই যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন, যিনি আমাদের উপদেশ প্রদান করবেন।

সহচররা বলল ঃ হ্যাঁ, আছেন। তিনি হলে আবু হাযেম।

খলীফা বললেন ঃ আবু হাযেম কে?

সহচররা বলল ঃ তিনি হলেন মদীনার অবিসংবাদিত আলেম ও ইমাম সালামা ইবনে দীনার। তিনি একজন তাবেঈ। বেশ কিছু সাহাবীর সাক্ষাৎ তিনি লাভ করেছেন।

খলীফা বললেন ঃ তাঁকে ডেকে আন। কোমল ভাষায় তাঁর সাথে কথা বল। সহচররা তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে ডেকে আনল।

তিনি খলীফার নিকট এলে খলীফা তাঁকে স্বাগত জানালেন। পাশে বসালেন। তারপর তিরস্কারের স্বর মিলিয়ে বললেন ঃ হে আবু হাযেম! এটা আবার কেমন দুর্ব্যবহার?

আবু হাযেম বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার থেকে আপনি কোন দুর্ব্যবহার দেখতে পেলেন?

খলীফা বললেন ঃ নেতৃস্থানীয় সবাই এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করল অথচ আপনি এলেন না।

আবু হাযেম বললেন ঃ পরিচয় হওয়ার পরই তো দুর্ব্যবহার হতে পারে। অথচ আজকের পূর্বে আপনি আমাকে চিনতেন না আর আমিও আপনাকে দেখিনি। তাহলে আমার থেকে কোন্ দুর্ব্যবহার ঘটল?

খলীফা তখন সভাসদদের বললেন ঃ শাইখ সঠিক আপত্তিই তুলে ধরেছেন আর খলীফা তাঁকে তিরস্কার করে ভুল করেছেন।

তারপর আবু হাযেমের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন ঃ হে আবু হাযেম! আমার হৃদয়ে কিছু দুশ্চিন্তা রয়েছে। আমি আপনার সাহচর্যে তা দূর করতে চাই।

আবু হাযেম বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! তা বলুন। আল্লাহই সাহায্য করবেন।

খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! আমাদের কী হল যে, আমরা মৃত্যুকে পছন্দ করি না?

আবু হাযেম বললেন ঃ এর কারণ আমরা আমাদের দুনিয়াকে গড়ে তুলেছি অথচ পরকালকে ধ্বংস করেছি। তাই গড়ে তোলা পৃথিবী ছেড়ে বিধ্বস্ত পরকালের দিকে যেতে চাই না।

খলীফা বললেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন।

তারপর খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! হায়! ভবিষ্যতে আল্লাহর নিকট কি পাব তা যদি জানতে পারতাম ?

আবু হাযেম বললেন ঃ আপনি আপনার আমলকে আল্লাহর কিতাবের সাথে যাচাই করে নিন, তা হলে তা জানতে পারবেন।

খলীফা বললেন ঃ আল্লাহর কিতাবের কোথায় আমি তা খুঁজে পাব ?

আবু হাযেম বললেন ঃ আপনি আল্লাহর এ কথার মাঝে পাবেন,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ

অর্থ ঃ নিশ্চয় পূণ্যবান ব্যক্তিরা প্রাচুর্য ও নেয়ামতরাজির মাঝে থাকবে আর পাপাচারী ব্যক্তিরা প্রজ্জ্বলিত আগুনের মাঝে থাকবে।

খলীফা বললেন ঃ তাহলে আল্লাহর রহমত গেল কোথায় ?

আবু হাযেম বললেন ঃ

إِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের নিকটবর্তী।

খলীফা বললেন ঃ হায়! যদি জানতে পারতাম, কিভাবে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হব।

আবু হাযেম বললেন ঃ সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা বিদেশ বিভুঁই থেকে পরিজনের নিকট ফিরে আসার ন্যায় আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে

আর পাপাচারীরা উপস্থিত হবে পলাতক গোলামের ন্যায় যাকে টেনে হিঁচড়ে তার মালিকের নিকট উপস্থিত করা হয়।

এ কথা শুনে খলীফা কেঁদে ফেললেন। এমনকি তার কান্নার আওয়াজ উচ্চ হল। তিনি অঝোরে কাঁদলেন। তারপর বললেন ঃ হে আবু হাযেম! আমরা কিভাবে পরিশুদ্ধ হব ?

আবু হাযেম বললেন ঃ অহঙ্কার পরিত্যাগ করবে আর মানবতায় সজ্জিত হবে।

খলীফা বললেন ঃ আর এই যে ধন-সম্পদ, এগুলোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার পন্থা কি ?

আবু হাযেম বললেন ঃ যখন তোমরা তা হক ও ন্যায় পন্থায় গ্রহণ করবে...

প্রাপ্যদের মাঝে তা বিলিয়ে দিবে

ন্যায় নীতির সাথে তা বন্টন করবে ...

আর সে ব্যাপারে প্রজাদের মাঝে ইনসাফ করবে।

খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! বলুন তো শ্রেষ্ঠ মানব কে ?

আবু হাযেম বললেন ঃ তাকওয়া ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি।

খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! সবচে' ইনসাফপূর্ণ কথা কোনটি ?

আবু হাযেম বললেন ঃ সত্য কথা যা মানুষ এমন ব্যক্তির নিকট বলে যাকে ভয় করে এবং যার নিকট কিছুর আশা করে।

খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! কোন দু'আ দ্রুত কবুল হয়।

আবু হাযেম বললেন ঃ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির দু'আ।

খলীফা বললেন ঃ সর্বোত্তম সদকা কোনটি ?

আবু হাযেম বললেন ঃ অসচ্ছল ব্যক্তি যে সম্পদ দুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়। তারপর সে তার খোটা দেয় না। তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় না।

খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কে ?

আবু হাযেম বললেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের সুযোগ পেয়ে আনুগত্য করল এবং মানুষকে সে দিকে আহ্বান করল।

খলীফা বললেন ঃ সবচেয়ে নির্বোধ ব্যক্তি কে ?

আবু হাযেম বললেন ঃ যে ব্যক্তি তার জালিম সাথীর কামনা-বাসনার সাথে ভেসে চলল এবং অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের পরকালকে ধ্বংস করল।

খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! আপনি কি আমাদের সাথে থাকবেন? তাহলে আপনি আমাদের থেকে অর্জন করবেন আর আমরা আপনার থেকে অর্জন করব।

আবু হাযেম বললেন ঃ কিছুতেই নয়, হে আমীরুল মু'মিনীন !

খলীফা বললেন ঃ কেন ?

আবু হাযেম বললেন ঃ আমার ভয় হচ্ছে, আমি সামান্য কিছু আপনাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইহকাল ও পরকালে তার শাস্তি প্রদান করবেন।

খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে তা বলতে পারেন।

আবু হাযেম নিরব রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না। ফলে পুনরায় খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে বলুন, তা যাই হোক আমি তার ব্যবস্থা করে দিব।

আবু হাযেম বললেন ঃ আমার প্রয়োজন হল, আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! তা আমার ক্ষমতায় নেই।

আবু হাযেম বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! তা ছাড়া আমার আর কোন প্রয়োজন নেই।

খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! আমার জন্য দু'আ করুন।

আবু হাযেম বললেন ঃ হে আল্লাহ! যদি আপনার বান্দা সুলাইমান আপনার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথ তার জন্য সহজ করে দিন। আর যদি আপনার দুশমনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে তাকে সংশোধন করুন এবং আপনি যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন সে পথে পরিচালিত করুন।

তখন উপস্থিত এক ব্যক্তি বলল ঃ আমীরুল মু'মিনীনের নিকট আসার পর তুমি যা বলেছো এ কথাটি তার মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। খলীফাতুল মুসলিমীনকে তুমি আল্লাহর দুশমনদের অন্তর্ভুক্ত করছো এবং তাকে কষ্ট দিয়েছো।

তখন আবু হাযেম বললেন ঃ বরং তুমিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট কথা বলছো। কেননা আল্লাহ তা'আলা আলেমদের থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, যেন তারা সত্য কথা বলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

অর্থ ঃ অবশ্যই তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রচার করবে এবং তা গোপন করে রাখবে না।

তারপর খলীফার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের পূর্বে যে সব জাতি বিগত হয়েছে, তাদের আমীররা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আলেমদের নিকট যে জ্ঞান ভাণ্ডার রয়েছে তা অর্জন করার তামান্না নিয়ে তাদের নিকট গিয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সুখ শান্তি ও কল্যাণে ছিল।

তারপর কিছু নীচু জাতের লোক পাওয়া গেল। তারা ইলম অর্জন করল এবং এ উদ্দেশ্যে আমীরদের নিকট আসতে লাগল যে তারা তাদের থেকে ধন-সম্পদ অর্জন করবে। ফলে আমীররা আলেমদের থেকে বিমুখ হয়ে গেল। আর আলেমরা ধ্বংস হয়ে গেল। লাঞ্ছিত হয়ে গেল। আল্লাহর রহমত থেকে ছিটকে পড়ল।

হায়! যদি আলেমরা আমীরদের ধন-সম্পদ থেকে নির্মোহ হত তাহলে আমীররা তাদের ইলমের প্রতি আগ্রহী হত।

কিন্তু তারা আমীরদের ধন-সম্পদের মোহে পড়ে গেছে। ফলে আমীররা তাদের ইলমের ব্যাপারে নির্মোহ হয়ে গেছে।

আর তারা তাদের তুচ্ছ মনে করেছে।

তখন খলীফা বললেন ঃ আপনি সত্য বলেছেন।

হে আবু হাযেম! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন, আমি এমন কাউকে দেখতে পাইনি আপনার চেয়ে প্রজ্ঞা যার মুখের অধিক নিকটতর।

আবু হাযেম বললেন ঃ আপনি যদি সত্যই আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে আমি যা বলেছি তা যথেষ্ট।

আর যদি আপনি তা না হন তাহলে আমার জন্য শোভনীয় নয় যে, আমি এমন ধনুক দ্বারা তীর ছোড়ব যার যোজনা নেই।

তখন খলীফা বললেন ঃ হে আবু হাযেম! আমি আপনাকে কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

২·

আবু হাযেম বললেন ঃ হ্যাঁ, কিছু উপদেশ দিচ্ছি এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছি।

আপনি আপনার প্রতিপালকের সম্মান বজায় রাখুন এবং তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন তা করছেন এমন অবস্থায়, আপনাকে দেখা থেকে তাঁকে পবিত্র রাখুন

আর এ বিষয় থেকেও তাঁকে পবিত্র রাখুন যে, যা করতে আপনাকে হুকুম করেছেন সেখানে আপনাকে পাওয়া যাবে না।

তারপর আবু হাযেম তাকে সালাম দিয়ে চলে গেলেন।

খলীফা তখন বললেন ঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

* * *

আবু হাযেম তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছতে পারলেন না ইতিমধ্যে আমীরুল মু'মিনীন দীনারে ভরা একটি থলে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এবং একথা লিখে পাঠালেন, আপনি তা খরচ করুন আর আপনার জন্য আমার নিকট এ ধরনের প্রচুর অর্থ রয়েছে।

আবু হাযেম তা ফিরিয়ে দিলেন এবং লিখে পাঠালেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, যেন আমার নিকট আপনার প্রশ্ন করা হাস্যরসিকতা না হয়, আর আমার উত্তর প্রদানও যেন অবান্তর কিছু না হয়।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি যা আপনার জন্য পছন্দ করি না...

তা কিভাবে আমি তা আমার জন্য পছন্দ করব ?

হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে যে সব কথা বলেছি তার বিনিময়ে যদি আপনি আমাকে এ দীনারগুলো দিয়ে থাকেন, তাহলে অক্ষম অবস্থার মৃত পশু ও শুকরের গোশত এর চেয়ে অধিক হালাল আর যদি সরকারী কোষাগারে রক্ষিত আমার হক হয়ে থাকে তাহলে কি আপনি আমার ও সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে এ হকের ব্যাপারে একই আচরণ করেছেন ?

* * *

আত্মসংশোধনে প্রত্যাশী ও তালেবে ইলমদের জন্য সালামা ইবনে দীনারের বাড়ি ছিল সুমিষ্ট পানির এক ঝড়না ...

এতে তার ভাই বন্ধু আর তালেবে ইলমদের মাঝে কোন পার্থক্য হত না।

একদিন তাঁর নিকট আব্দুর রহমান ইবনে জারীর এলেন। তার সাথে ছিল তার ছেলে। তারা মজলিসে বসলেন। তাঁকে সালাম দিলেন এবং তার জন্য ইহ ও পরকালের কল্যাণের দু'আ করলেন।

আবু হাযেম তাদের সালামের উত্তর দিলেন এবং তাদের স্বাগত জানালেন। তারপর তাদের মাঝে আলোচনা চলল। এক পর্যায়ে আব্দুর রহমান ইবনে জারীর বললেন ঃ হে আবু হাযেম! আমাদের হৃদয়ের চেতনা কিভাবে ফিরে আসবে ?

আবু হাযেম বললেন ঃ হৃদয়কে পবিত্র করলে কবীরা গুনাহ মাফ করা হয়...

আর বান্দা যখন পাপ কাজ ত্যাগ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে তখন তার হৃদয়ের চেতনা ফিরে আসে।

হে আব্দুর রহমান ! দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ যেন তোমাকে পরকালের অফুরন্ত নেয়ামতের কথা ভুলিয়ে না দেয়। আর মনে রাখবে, যে নেয়ামত তোমাকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে না, তা আযাব।

তখন তার পুত্র বললেন ঃ আমাদের অনেক শাইখ আছেন তাদের মধ্য থেকে আমরা কার অনুসরণ করব ?

আবু হাযেম বললেন ঃ হে বৎস! যে নির্জনে আল্লাহকে ভয় করে আর দোষচর্চা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখে।

শৈশব থেকেই আত্মসংশোধন করেছে। বার্ধক্যে পৌঁছার আশায় তা বিলম্ব করেনি।

শোন, হে বৎস! সূর্যালোকে ঝলমল প্রতিটি দিবসেই তালেবে ইলমের নিকট তার প্রবৃত্তি ও ইলম এসে উপস্থিত হয়। তারপর তারা তার হৃদয়-মাঝে দুই প্রতিপক্ষের ন্যায় লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।

তারপর আব্দুর রহমান ইবনে জারীর তাঁকে বললেন ঃ আপনি আমাদের প্রায়ই শুকরিয়া আদায় করতে উৎসাহিত করেন, কিন্তু শুকরিয়ার তত্ত্ব কি ?

আবু হাযেম বললেন ঃ আমাদের প্রতিটি অঙ্গের পক্ষ থেকে শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

আব্দুর রহমান বললেন ঃ তাহলে দু'চোখের শুকরিয়া কি ?

আবু হাযেম বললেন ঃ যদি তুমি চোখ দুটি দ্বারা কল্যাণকর কিছু দেখতে পাও তাহলে তা প্রচার করবে আর যদি খারাপ কিছু দেখতে পাও তাহলে তা গোপন করবে।

আব্দুর রহমান বললেন ঃ দু'কানের শুকরিয়া কি ?

আবু হাযেম বললেন ঃ যদি তুমি তা দ্বারা ভাল কিছু শোন তাহলে তা মুখস্ত করবে আর যদি খারাপ কিছু শোন তাহলে তা ভুলে যাবে।

আব্দুর রহমান বললেন ঃ দু'হাতের শুকরিয়া কি ?

আবু হাযেম বললেন ঃ যে বস্তু তোমার নয় হাত দ্বারা তা না ধরা

আর হাত দ্বারা আল্লাহর কোন হক বাস্তবায়নে বাধা প্রদান না করা।

হে আব্দুর রহমান! তুমি ভুলে যাবে না, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র মুখেই শুকরিয়া আদায় করে, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও হৃদয়কে তাতে শরীক করে না তার উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার একটি চাদর আছে তবে সে তার এক প্রান্ত ধরে আছে। তা পরিধান করেনি। তাহলে সে চাদর তাকে উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে না আবার ঠান্ডা থেকেও রক্ষা করবে না।

* * *

এক বৎসরের ঘটনা। রোমে গমনকারী একটি মুজাহিদ বাহিনীর সাথে সালামা ইবনে দীনারও জিহাদে বের হলেন।

মুজাহিদ বাহিনী যখন সফরের শেষ প্রান্তে এসে পড়ল তখন শত্রুদের সাথে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে একটু বিশ্রাম নেয়াকে ভাল মনে করল।

মুজাহিদ বাহিনীতে বনু উমাইয়ার এক আমীর ছিল। তিনি আবু হাযেমের নিকট এ কথা বলতে একজন লোক পাঠালেন যে, আমীর আপনাকে ডাকছেন, তাকে হাদীস পাঠ করে শুনাবেন ও ইসলামী বিধান শিক্ষা দিবেন।

তখন আবু হাযেম আমীরকে এই বলে উত্তর পাঠালেন ঃ হে আমীর! অনেক আলেমের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের কেউ দুনিয়াদারের নিকট দ্বীন বহন করে নিয়ে যায়নি। আর আমি মনে করি না যে আপনি ঐ লোকদের প্রথম ব্যক্তি হবেন যারা তা করবে।

তাই আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে চলে আসুন, আপনার ও আপনার সাথীদের জন্য আমার সালাম রইল।

আমীর তাঁর চিঠি পাঠ করলেন এবং আবু হাযেমের নিকট চলে এলেন। তাকে সালাম জানালেন ও তার জন্য দু'আ করলেন।

বললেন ঃ হে আবু হাযেম! আপনি আমাকে লক্ষ্য করে যা লিখেছেন তা পাঠ করেছি। ফলে তাতে আমাদের নিকট আপনার মর্যাদা ও সম্মান বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুতরাং আপনি আমাদের উপদেশ দিন, আমাদের নসীহত করুন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তখন আবু হাযেম তাকে উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তার মাঝে ছিল ঃ

ভেবে দেখুন, পরকালে আপনার সাথে কী থাকাকে আপনি ভালবাসেন, সুতরাং তা অর্জন করতে আত্মমগ্ন হন।

ভেবে দেখুন, পরকালে আপনার সাথে কি থাকাকে আপনি অপছন্দ করেন। সুতরাং দুনিয়াতে আপনি সে ব্যাপারে নির্মোহ হন।

হে আমীর! আপনি মনে রাখবেন, যদি বাতিল আপনার প্রশ্রয় পায় এবং তার প্রচলন পায় তাহলে বাতিলপন্থীরা, মুনাফিকরা আপনার দিকে এগিয়ে আসবে। আপনাকে চারপাশ থেকে তারা ঘিরে ফেলবে।

আর যদি সত্য আপনার নিকট আশ্রয় পায় এবং তার প্রচলন ঘটে তাহলে

কল্যাণকামী সত্যপন্থীরা আপনার চারপাশে একত্রিত হবে ও আপনাকে সাহায্য করবে।

সুতরাং কোনটি আপনার লোভনীয় তা ভেবে দেখুন।

* * *

যখন আবু হাযেম এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল তখন তাঁকে তাঁর সাথীরা বলল ঃ হে আবু হাযেম! আপনার এখন কেমন লাগছে?

আবু হাযেম বললেন ঃ দুনিয়ার যে সব ক্ষতিকর বিষয়সমূহ আমরা গ্রহণ করেছি তা থেকে যদি মুক্তি পেতাম তাহলে পরকাল আমাদের কোন ক্ষতি করত না।

তারপর কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করতে লাগলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

অর্থ ঃ নিশ্চয় যাঁরা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে সত্ত্বর আল্লাহ তাঁদেরকে ভালবাসা দান করবেন।

এ আয়াত পাঠ করতে করতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহঃ)

সাহাবীদের জীবদ্দশায়
সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহঃ)
ফতোয়া প্রদান করতেন ॥

- ঐতিহাসিকগণ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রহঃ)

আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জের প্রতিজ্ঞা করলেন।

মদীনা শরীফ যেয়ারতের ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযার পাশে দাড়িয়ে সালাম পেশ করার প্রতিজ্ঞা করলেন।

জিলক্বদ মাস এলে তিনি তার উটকে প্রস্তুত করে নিলেন এবং হিজাযের পথে রওনা হয়ে গেলেন। তার সাথে রয়েছে বনু উমাইয়ার আমীরদের মধ্য হতে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ

খিলাফতের-প্রশাসনের উঁচু শ্রেণীর কিছু লোক

আর তার কয়েকজন সন্তান।

দামেস্ক থেকে মদীনার পথে এ রাজকীয় কাফেলাটি ছুটে চলল স্বাভাবিক গতিতে। মন্থরও নয়, দ্রুতও নয়।

তাই কোন মনজিলে যাত্রা বিরতি করলেই তাবু টানানো হত, ফরশ বিছানো হত এবং ইলম ও উপদেশের মজলিস বসানো হত যেন দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান তাদের বৃদ্ধি পায় ...

প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশাবলীতে তাদের হৃদয় ও মন সদা সজীব থাকে।

* * *

মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে খলীফা রওযা মুবারকের দিকে ছুটে গেলেন।

পবিত্র ও জ্যোতির্ময় রওযা মুবারকের সম্মুখে দাঁড়ালেন ও প্রাঞ্জল ভাষায় সালাত ও সালাম পেশ করলেন।

এতে তিনি এমন প্রশান্তির শীতলতা ও হৃদয়ের নির্মলতার স্বাদ আস্বাদন করলেন যা ইতিপূর্বে করেননি।

এবং যতটুকু সময় পান তা মদীনা মুনাওয়ারায় কাটিয়ে দেয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন।

* * *

মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদানে যে বিষয়টি তাকে অধিক প্রভাবিত করল তা হল, মমজিদে নববীর চত্বর গোলজার করে বসা ইলমের মজলিসগুলো।

বর্ষীয়ান তাবেঈদের মধ্য হতে দূর্লভ আলেম উলামাগণ সে মজলিসগুলোতে তেমনি ঝলমল করতে থাকে যেমনিভাবে আকাশের কোলে উজ্জ্বল তারকারাজি ঝলমল করতে থাকে।

এই তো উরওয়া ইবনে যুবাইর এর দরসের মজলিস

ঐ তো সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব এর দরসের মজলিস

আর এই তো এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবার দরসের মজলিস।

* * *

একদিনের ঘটনা। খলীফা তার প্রভাতের সুখ নিদ্রা থেকে এমন সময় উঠে গেলেন সাধারণত তখন তিনি উঠেন না। তারপর প্রহরীকে ডাকলেন ঃ হে মাইসারা!

প্রহরী বলল ঃ লাব্বাইক, হে আমীরুল মু'মিনীন !

খলীফা বললেন ঃ যাও, মসজিদে নববীতে যাও এবং একজন আলেমকে ডেকে আন। তিনি আমাদের হাদীস শুনাবেন।

* * *

মাইসারা মসজিদে নবীবতে গেল এবং চারদিকে দৃষ্টি ফেলল। একটিই দরসের মজলিস দেখতে পেল। তার মাঝে সমাসীন হয়ে আছেন ষাটঊর্ধ্ব বয়সী এক মুহাদ্দিস।

তাঁর গায়ে বিজড়িত উলামাদের অনাড়ম্বরতা

আর অলৌকিক ভয়-ভীতি আর শ্রদ্ধা।

মাইসারা দরস মজলিসের অদূরে দাঁড়াল এবং আঙ্গুল উচিয়ে মুহাদ্দিস সাহেবকে ইঙ্গিত করল।

মুহাদ্দিস সাহেব সেদিকে ফিরে তাকালেন না এবং ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

তখন মাইসারা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বলল ঃ আপনি কি দেখতে পাননি যে, আমি আপনাকে ইঙ্গিতে ডেকেছি।

মুহাদ্দিস সাহেব বললেন ঃ আমাকে ইঙ্গিতে ডেকেছো ?

মাইসারা বলল ঃ হ্যাঁ।

মুহাদ্দিস সাহেব বললেন ঃ তোমার কি প্রয়োজন ?

মাইসারা বলল ঃ আমীরুল মু'মিনীন ঘুম থেকে উঠে আমাকে ডেকে বললেন, যাও, মসজিদে নববীতে গিয়ে দেখ, সেখানে কোন মুহাদ্দিস আছে কি না। আমার নিকট নিয়ে আস।

মুহাদ্দিস সাহেব তখন তাকে বললেন ঃ আমি তাকে হাদীস শুনাতে আগ্রহী নই।

তখন মাইসারা বলল ঃ কিন্তু তিনি তো একজন মুহাদ্দিস খুঁজছেন যিনি তার নিকট হাদীস বর্ণনা করবেন।

মুহাদ্দিস সাহেব বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কিছুর সন্ধান করে সে ব্যক্তিই তারই দিকে ছুটে যায়।

নিঃসন্দেহে মসজিদের দরসের মজলিসে তার জন্য বেশ জায়গা আছে যদি তিনি তাতে আগ্রহী হন।

আর হাদীস এমন মহান দৌলত যার নিকট আসা হয়, সে কারো নিকট যায় না।

প্রহরী মাইসারা স্বপথে ফিরে এল এবং খলীফাকে বলল ঃ মসজিদে নববীতে শুধুমাত্র একজন বর্ষিয়ান মুহাদ্দিসই পেলাম, আমি তাঁকে ইশারায় ডাকলাম কিন্তু তিনি দাঁড়ালেন না।

তাই আমি তার নিকটবর্তী হয়ে বললাম ঃ এইমাত্র আমীরুল মু'মিনীন ঘুম থেকে উঠে আমাকে বললেন, যাও, গিয়ে দেখ মসজিদে নববীতে কোন মুহাদ্দিস আছেন কি না, থাকলে তাকে ডেকে আমার নিকট নিয়ে এস।

তখন তিনি শান্ত স্বরে দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ নিশ্চয় আমি তার নিকট হাদীস বর্ণনা করতে যেতে পারব না। তবে মসজিদে দরসের মজলিসে বেশ জায়গা আছে তিনি ইচ্ছে করলে

এ কথা শুনে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন

তারপর উঠে দাঁড়ালেন আর এ কথা বলতে বলতে মসজিদে নববীর দিকে রওনা হলেন,

তিনি হলেন সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব

হায়! যদি তুমি তাঁর নিকট না যেতে

তাঁর সাথে কোন কথা না বলতে

দরস-মজলিস শেষ হয়ে গেলে খলীফা যখন মজলিস থেকে একটু দূরে সরে গেলেন তখন তার সবচেয়ে ছোট ছেলে তার বড় ভাইকে বলল ঃ এই লোকটি কে যে, আমীরুল মু'মিনীনের চেয়ে নিজেকে বড় মনে করে এবং তার সামনে দাঁড়াতে ও তার মজলিসে উপস্থিত হতে অহঙ্কার বোধ করে। অথচ গোটা দুনিয়া আজ তার সামনে নতশির, রোম সম্রাট তার ভয়ে থর থর করে।

তখন বড় ভাই বলল ঃ ঐ মুহাদ্দিস সাহেবের মেয়ের সাথে আমীরুল মু'মিনীন তার ভাই ওলীদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ওলীদের সাথে তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেছেন।

তখন ছোট ভাই বলল ঃ ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেকের সাথে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেছেন?

তবে কি তিনি যুবরাজের চেয়ে উত্তম কোন বরের আশায় আছেন

যিনি আমীরুল মু'মিনীনের পর খলীফা হবেন?

বড় ভাই তখন নিরব হয়ে রইল। কোন উত্তর দিল না

তখন ছোট ভাই বলল ঃ তিনি যখন তার মেয়েকে যুবরাজের সাথে বিয়ে দিতে চাননি তাহলে কি তিনি তার মেয়ের উপযুক্ত কোন বর পেয়েছেন?

নাকি তিনি তার মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে ঘরেই পুষবেন যেমন কিছু লোক করে থাকে।

তখন তাকে তার বড় ভাই বলল ঃ আসল কথা হল, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

ইতিমধ্যে মদীনার অধিবাসীদের একজন তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল ঃ মহামান্য আমীর আমাকে অনুমতি দিলে আমি সেই মেয়ের কাহিনী তাকে বলে শুনাতে পারি

আমাদের এলাকার এক যুবকের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। তাকে 'আবু ওদায়াহ্' বলা হয়।

সে আমাদের একেবারে নিকটতম প্রতিবেশী।

তার এই বিয়ের এক চমৎকার ও বিস্ময়কর কাহিনী আছে যা সে আমার নিকট বর্ণনা করেছে।

দুই ভাই-ই তখন বলল ঃ আচ্ছা তা বল দেখি।

লোকটি বলল ঃ 'আবু ওদায়াহ্' আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তুমি জান আমি ইলমের সন্ধানে মসজিদে নববীতে পড়ে থাকতাম।

আমি সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব এর দরস-মজলিসে সর্বদা উপস্থিত থাকতাম। ভীর ঠেলে উপস্থিত হতাম।

কয়েকদিন আমি তার দরস-মজলিস থেকে অনুপস্থিত থাকলাম। তিনি আমাকে তালাশ করলেন। ধারণা করলেন, হয়তো আমি অসুস্থ্ হয়েছি বা আমার অন্য কোন বিপদ হয়েছে।

তিনি আমার সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী তালেবে ইলমদের জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তাদের কারো নিকট কোন সংবাদ পেলেন না।

কিছুদিন পর আমি পুনরায় তার নিকট গেলে তিনি স্বাগত জানালেন। বললেন ঃ হে আবু ওদায়াহ্! তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

আমি বললাম ঃ আমার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছে। তাই এ ব্যাপারে একটু ব্যস্ততায় ছিলাম।

তিনি বললেন ঃ হে আবু ওদায়াহ্! তুমি কেন আমাদের সংবাদ দিলে না ? তাহলে তো আমরা তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম। তোমার সাথে জানাযায় শরিক হতে পারতাম। তুমি যে ব্যস্ততায় ছিলে তাতে তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারতাম।

আমি বললাম ঃ আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তারপর আমি উঠে যেতে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বসতে বললেন। এদিকে মজলিসের সবাই একে একে চলে গেলে তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবু ওদায়াহ্ ! তুমি কি আবার বিয়ে করার কথা চিন্তা করেছো ?

আমি বললাম ঃ আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।

এমন কে আছে যে আমার নিকট তার মেয়েকে বিয়ে দিবে আর আমি তো এমন যুবক যে এতীম অবস্থায় প্রতিপালিত হয়েছি ...

দরিদ্র অবস্থায় জীবন কাটিয়েছি ...

আমি তো দুই বা তিন দেরহামের চেয়ে বেশী কিছুর মালিক নই।

তিনি বললেন ঃ আমি আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিব।

আমার বাক রুদ্ধ হয়ে গেল। আমি বললাম ঃ আপনি ...?!

আপনি কি আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিবেন অথচ আপনি আমার সব কিছুই জানেন ?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ

আমরা যখন কারো ধার্মিকতা ও চরিত্র সম্পর্কে সন্তুষ্ট হই তখন তার সাথে নির্দ্বিধায় বিয়ে দেই। তোমার ধার্মিকতা ও চরিত্র সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট...

তারপর তিনি পার্শ্ববর্তী যারা ছিলেন তাদের দিকে তাকালেন ও ডাকলেন।

তারা এগিয়ে এসে পাশে বসলে তিনি হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। দুরূদ ও সালাম পাঠ করলেন।

তারপর তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

মাত্র দু'দেরহাম মহর নির্ধারণ করলেন

আমি উঠে গেলাম। আনন্দ-আহলাদ আর হতবুদ্ধিতায় আমি কি বলছি তা কিছুই বুঝলাম না

তারপর আমি বাড়িতে ফিরে গেলাম। সেদিন আমি রোযা রেখেছিলাম। আমি আমার রোযার কথাও ভুলে গেলাম। আমি বলতে লাগলাম, ছি, ছিঃ হে আবু ওদায়াহ্!

নিজেকে নিয়ে তুমি এ কেমন কাজ করলে ?

কার নিকট এখন তুমি ঋণ চাবে ?

কার নিকট এখন তুমি প্রয়োজনীয় সামগ্রী চাবে ?

এমনি অবস্থায় দীর্ঘ সময় কেটে গেল এমনকি মাগরিবের নামাযের আযান হয়ে গেল

আমি নামায আদায় করে কিছু খাবার নিয়ে বসলাম। রুটি ও তেল ছিল।

এক লোকমা বা দুই লোকমা খেতে না খেতেই দরজায আওয়াজ শুনতে পেলাম।

আমি বললাম ঃ কে ?

উত্তর এল, আমি সাঈদ

আল্লাহর শপথ করে বলি, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ছাড়া সাঈদ নামের প্রত্যেক ব্যক্তির খেয়ালই আমার অন্তরে এল।

কারণ চল্লিশ বৎসর যাবৎ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবকে তাঁর বাড়ি ও মসজিদে নববী ছাড়া আর কোথাও দেখা যায়নি।

আমি তখন দরজা খুললাম। আকস্মাৎ দেখলাম, আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের নিকট দাড়িয়ে আছি।

আমি ধারণা করলাম, হয়তো তাঁর মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দেয়ার পর তাঁর অন্তরে অন্য কোন চিন্তা এসেছে।

আমি বললাম ঃ হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি কেন আমাকে ডেকে পাঠালেন না। তাহলে তো আমি গিয়ে উপস্থিত হতাম

তিনি বললেন ঃ বরং আজ তুমি বেশী অধিকার রাখ যে, আমি তোমার নিকট আসব।

আমি বললাম ঃ আসুন, ভিতরে আসুন।

তিনি বললেন ঃ না, না, আমি একটি কাজে এলাম

আমি বললাম ঃ তা কি ? আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন।

তিনি বললেন ঃ আল্লাহর বিধান মতে আমার মেয়ে সকাল থেকে তোমার স্ত্রী হয়ে গেছে।

আর আমি জানি, তোমার একাকীত্বে সঙ্গদানকারী তোমার কেউ নেই। তাই আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হল যে, তুমি এক জায়গায় রাত্রি যাপন করবে আর তোমার স্ত্রী অন্য জায়গায় রাত্রি যাপন করবে। তাই আমি তাকে তোমার নিকট নিয়ে এসেছি।

আমি বললাম ঃ হায় হায়, একি করলেন! আপনি তাকে নিয়েই এলেন!

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

আমি তখন তাকিয়ে দেখলাম, সে সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি তখন তার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ হে মেয়ে! আল্লাহর নাম নিয়ে তুমি তোমার স্বামীর ঘরে প্রবেশ কর।

সে যখন অগ্রসর হতে চাইল লজ্জায় কাপড়ের সাথে আটকে মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল।

আর আমি তখন হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কি বলব কিছুই জানি না

তারপর আমি তাকে পশ্চাতে ফেলে রুটি আর তেল রাখা পাত্রটির দিকে এগিয়ে গেলাম। প্রদীপের আলো থেকে তা দূরে সরিয়ে রাখলাম যেন সে তা দেখতে না পায়।

তারপর আমি বাড়ির ছাদে উঠলাম এবং প্রতিবেশীদের ডাকলাম। তারা এসে বলল ঃ কি হয়েছে ?

আমি বললাম ঃ আজ মসজিদে নববীতে সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব তার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন

হঠাৎ এখন তিনি তাকে নিয়ে আমার নিকট এসেছেন।

তাই তোমরা এসো, তাকে একটু শান্ত্বনা দাও। আমি আমার মাকে ডেকে আনছি। তিনি কিছুটা দূরে আছেন।

তাদের মধ্য থেকে এক বয়স্কা নারী বলল ঃ চুপ কর। তুমি কি জান কি বলছো ?

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বুঝি তাঁর মেয়েকে তোমার নিকট বিয়ে দিয়েছেন!

আর তিনিই তাঁর মেয়েকে তোমার বাড়িতে নিয়ে এসেছেন ?

অথচ তিনি ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেকের সাথে তাঁর মেয়েকে বিয়ে দেননি!!

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, দিয়েছেন।

এই তো সে আমার ঘরে। তোমরা এসো, তাকে দেখ।

প্রতিবেশীরা আমার বাড়িতে এল। অথচ তারা আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না।

তারা এসে তাকে স্বাগতম জানাল এবং একাকীত্বে তাকে সঙ্গ দিল।

* * *

কিছুক্ষণ পরই আমার মা এলেন। তিনি তাকে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ বাসর যাপনের উপযুক্ত করে দেয়ার যদি আমাকে সুযোগ না দিস, তাহলে তোর সাথে আমার আর দেখা হবে না।

আমি বললাম ঃ আপনার আশা বাস্তবায়িত হোক।

তারপর তিনি তাকে তিন দিন তাঁর নিকট নিয়ে রাখলেন তারপর আমার নিকট পাঠালেন।

আমি চেয়ে দেখলাম ঃ মদীনার মেয়েদের মাঝে সে সৌন্দর্যে সেরা

আল্লাহর কিতাব কুরআন তার কণ্ঠস্থ ...

আর প্রচুর হাদীস তার মুখস্ত ...

স্বামীর হক্ব সম্পর্কেও সে অধিক জ্ঞাত।

আমি কয়েকদিন তার সাথে কাটালাম। তার পিতা বা তার পরিবারের কেউ দেখতে এল না।

তারপর আমি মসজিদে নববীতে তাঁর দরস-মজলিসে এসে উপস্থিত হলাম। তাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমার সাথে আর কোন কথা বললেন না।

মজলিস ভেঙ্গে গেলে যখন আমি ছাড়া আর কেউ রইল না তখন তিনি বললেন ঃ হে আবু ওদায়াহ্। তোমার স্ত্রীর খবর কি ?

আমি বললাম ঃ বন্ধু যা চায়, আর শত্রু যা অপছন্দ করে সে ঠিক তেমনি...

তিনি বললেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ।

আমি বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলাম ঃ তিনি আমাদের নিকট প্রচুর ধন সম্পদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেন আমরা তা দ্বারা আমাদের অবস্থা ভাল করে নেই।

* * *

তখন আব্দুল মালেকের ছেলে বলল ঃ এ ব্যক্তির কাজ কারবারই তো বিস্ময়কর

মদীনার জনৈক ব্যক্তি তখন বলল ঃ হে আমীর! এতে আবার বিস্ময়ের কী আছে ?

তিনি তো এমন এক মানুষ যিনি দুনিয়াকে পরকালের বাহন বানিয়েছেন...

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমীরুল মুমিনীনের পুত্রের সাথে তার মেয়েকে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি খারাপ কিছু ভাবেননি ...

আর তিনি তাকে তার অনুপযুক্তও মনে করেননি। তবে তিনি তার ব্যাপারে দুনিয়ার ফেৎনার আশঙ্কা করেছেন।

তাঁর জনৈক সঙ্গী তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললেন ঃ আপনি কি আমীরুল মুমিনীনের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে আপনার মেয়েকে একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে মেয়েকে বিয়ে দিবেন ?

তিনি বললেন ঃ আমার মেয়ে আমার দায়িত্বে আমানত। তার জন্য কল্যাণকর যা হবে আমি তা ভেবে-চিন্তেই করেছি।

তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তা কিভাবে ?

তিনি বললেন ঃ তার ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা যখন সে বনী উমাইয়ার রাজপ্রসাদে চলে যাবে

তাদের দুর্লভ পোষাক পরিচ্ছদ আর আসবাব সামগ্রীর মাঝে চক্কর খেতে থাকবে

পরিচারিকা আর বাঁদীরা তার সামনে, তার ডানে ও তার বামে দাঁড়িয়ে থাকবে

তারপর সে নিজেকে খলীফার স্ত্রী হিসেবে দেখতে পাবে

তখন তার ধর্মের অবস্থা কেমন হবে ?

শামের এক ব্যক্তি তখন বলল ঃ মনে হচ্ছে, আপনাদের এই ব্যক্তিটি এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ।

মদীনার লোকটি বলল ঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি সত্য কথাই বলছেন

তিনি দিবসে রোযাদার

রাতে নামাযে দন্ডায়মান ...

প্রায় চল্লিশ বার তিনি হজ্জ করেছেন ...

চল্লিশ বৎসর যাবৎ মসজিদে নববীতে তাঁর তাকবীরে উলা ছুটেনি।

আর এ কথাও কেউ বলতে পারবে না যে, তিনি এ সময়ের মাঝে নামাযে কোন মানুষের পিঠের দিকে তাকিয়েছেন। কারণ তিনি সর্বদা প্রথম কাতারে দাঁড়াতেন।

কুরাইশের যে কোন মেয়েকে তিনি বিয়ে করতে পারতেন কিন্তু তিনি সবার থেকে আবু হুরাইরা (রাযিঃ) এর মেয়েকে প্রাধান্য দিলেন।

আর তা রাসূলের সাথে তার গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে ...

প্রচুর হাদীস বর্ণনা করার কারণে ...

রাসুলের হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিক আগ্রহের কারণে।

শৈশবেই তিনি নিজেকে ইলমের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

তাই উম্মাহাতুল মুমিনীনের নিকট তিনি গমন করেছেন। তাদের সাহচর্যে প্রভাবিত হয়েছেন।

তারপর যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন।

হযরত উসমান (রহঃ), হযরত আলী (রহঃ), হযরত সুহাইব (রাযিঃ), আরো অনেক সাহাবী থেকে রাসূলের হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

তাঁদের আখলাক-চরিত্রে নিজেকে গঠন করেছেন।

তাঁদের আচার আচরণে নিজেকে সুসজ্জিত করেছেন।

একটি কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। এমনকি তা তাঁর প্রতীক হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলতেন ঃ

مَاأَعَزَّتِ الْعِبَادُ نَفْسَهَا بِمِثْلِ طَاعَةِ اللّٰهِ

وَلَاأَهَانَتْ نَفْسَهَا بِمِثْلِ مَعْصِيَتِه

অর্থ ঃ আল্লাহর আনুগত্যের মত আর এমন কিছু নেই, যা দ্বারা বান্দা নিজেকে সম্মানিত করতে পারে।

আল্লাহর অবাধ্যতার মত আর এমন কিছু নেই, যা দ্বারা বান্দা নিজেকে অপমানিত করতে পারে।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ)

সাঈদ ইবনে জুবাইরকে হত্যা করা হয়েছে
অথচ দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ তাঁর
ইলমের প্রতি মুহতাজ ॥

- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ)

তিনি ছিলেন মজবুত গড়ন, নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব, উপচে পড়া প্রাণপ্রাচুর্য ও উদ্যমতার অধিকারী এক যুবক।

তাছাড়া তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী, শাণিত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, নেক কাজের দিকে ধাবমান আর হারাম কাজ থেকে দূরে অবস্থানকারী।

শরীরের কৃষ্ণতা, চুলের কুঞ্চন আর হাবশী হওয়া তার দূর্লভ বৈশিষ্ট্যময় ব্যক্তিত্বকে বিন্দুমাত্র খাট করতে পারেনি।

তদুপরি তিনি ছিলেন একেবারে কম বয়সী।

* * *

বংশগতভাবে হাবশী মৈত্রী চুক্তিতে আরব এই যুবকটি বুঝতে পারলেন যে, ইলমই একমাত্র সঠিক পথ যা তাকে আল্লাহর নিকট পৌঁছাবে।

আর তাকওয়া হল মসৃণ পথ যা তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে।

তাই তাকওয়াকে ডান হাতে ধারণ করলেন ...

আর ইলমকে বাম হাতে ধারণ করলেন ...

তারপর এ দু'টিকে মুষ্ঠিবদ্ধ করে নিলেন

এবং বিরামহীনভাবে জীবন সফরে রওনা হলেন।

তাই শৈশবে লোকেরা তাঁকে দেখত, হয়তো তিনি তাঁর কিতাবের উপর ঝুঁকে আছেন। পড়ছেন আর পড়ছেন

অথবা মসজিদের মিহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন, ইবাদত করছেন আর করছেন।

তিনি হলেন তাঁর যুগের মুসলমানদের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।

তিনি হলেন সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ)

* * *

বালক সাঈদ ইবনে জুবাইর প্রখ্যাত সাহাবীদের থেকে ইলম সংগ্রহ করতে লাগলেন। যেমন হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ), হযরত আদী ইবনে হাতেম তায়ী (রাযিঃ) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিঃ), হযরত আবূ হুরায়রা দাউসী (রাযিঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরো অনেকে।

তবে তার প্রধান ও মহান শিক্ষক ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)। যিনি ছিলেন এ উম্মতের সুবিজ্ঞ আলেম এবং উম্মতের ইলমের তরঙ্গায়িত সমুদ্র।

সাঈদ ইবনে জুবাইর ছায়ার ন্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কে অনুসরণ করতে লাগলেন।

তিনি তাঁর থেকে কুরআন ও তাফসীরের জ্ঞান অর্জন করলেন ...

বিশুদ্ধ ও নির্ভূল হাদীসসমূহ এবং দূর্লভ হাদীসসমূহ অর্জন করলেন ...

ধর্মের গভীর তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করলেন এবং ব্যাখ্যা শিখলেন

আরবী ভাষা-সাহিত্য অর্জন করলেন এবং তাতে গভীর পান্ডিত্য লাভ করলেন।

ফলে তিনি এমন বিস্ময়কর মহান ব্যক্তিত্ব হয়ে গেলেন যে তাঁর যুগের প্রত্যেকটি মানুষ তাঁর ইলমের মুহতাজ হয়ে গেল।

তারপর তিনি মুসলিম দেশগুলোতে ইলমের সন্ধানে ক্রমাগত দীর্ঘ দিন সফর করলেন।

যখন তাঁর কাঙ্খিত ইলম পরিপূর্ণতায় পৌঁছল তখন তিনি কুফাতে তার বাড়ী ও আবাসস্থল বানালেন।

এবং কুফাবাসীদের শিক্ষক ও ইমাম হয়ে গেলেন।

* * *

রমযান মাসে তিনি ইমাম হয়ে নামায পড়াতেন। এক রাতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) এর কিরাআত অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করতেন

আরেক রাতে তিনি যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) এর কিরাআত অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতেন

আরেক দিন আরেক জনের কিরাআত অনুযায়ী কুরআন পাঠ করতেন। এভাবে চলতে থাকত

আর যখন তিনি একাকী নামায পড়তেন তখন প্রায় একই নামাযে গোটা কুরআন পাঠ করতেন।

আর যখন তিনি এ আয়াত পাঠ করতেন

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝ إِذِ الْاَغْلَالُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ

فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ

অর্থ ঃ সত্বর তারা জানতে পারবে যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়ানো হবে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামে। অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। (সূরা মুমিন ঃ ৭০, ৭১, ৭২)

অথবা এ ধরণের কোন শাস্তি ও আযাবমূলক আয়াত পাঠ করতেন তখন তার শরীর শিউরে উঠত

হৃদয় ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যেত

দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসত।

বারবার তিনি তা পাঠ করতে থাকতেন আর পাঠ করতে থাকতেন। মনে হত, তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন।

* * *

প্রত্যেক বৎসর তিনি উটের পৃষ্ঠে চড়ে দু'বার বাইতুল হারামে যেতেন...

উমরার ইহরাম বেঁধে একবার রজব মাসে

হজ্জের ইহরাম বেঁধে আরেকবার যিলক্বদ মাসে

তালেবে ইলমগণ, কল্যাণ, উপদেশ আর পূণ্যের সন্ধানীরা দলে দলে কুফায় আসত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের প্রাচুর্যময় সুমিষ্ট ইলমের সরোবর থেকে ইলম সংগ্রহ করার জন্য

তার সরল সঠিক হিদায়াতের বাণী শোনার জন্য।

এই তো এক ব্যক্তি খশিয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে তা কি ?

আর তিনি এ বলে উত্তর দিচ্ছেন ঃ

খশিয়াত হল, আল্লাহ তাআলাকে এমনভাবে ভয় পাবে যে, সে ভয় তোমার ও তোমার পাপ কাজের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করবে।

আরেক ব্যক্তি যিকির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন, যিকির কি?

তিনি উত্তর দিচ্ছেন, যিকির হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ভিমুখী হয়ে তার আনুগত্য করল সেই আল্লাহর যিকির করল।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে বিমুখ হল, তার আনুগত্য করল না সে ব্যক্তি সারা রাত তাসবীহ্ আর তেলাওয়াতে কাটালেও যিকিরকারী নয়।

* * *

যখন সাঈদ ইবনে জুবাইর কুফাকে তার আবাসস্থল হিসাবে গ্রহণ করলেন তখন কুফা হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ সাফাকীর শাসনাধীন ছিল।

কারণ হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ তখন ইরাক, পূর্বাঞ্চলীয় দেশ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর গভর্ণর ছিল।

সে ছিল তার ক্ষমতা ও শক্তির একেবারে শীর্ষে ...

আর তা সম্ভব হয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে হত্যা করে ও তার আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার পর।

ইরাককে বনু উমাইয়াদের পদানত করা ও এখানে সেখানে ঘটতে থাকা বিদ্রোহের আগুনকে নিভিয়ে দেয়ার পর

নির্বিচারে মানুষের ঘারে তরবারী চালানোর পর

এবং ইসলামী জগতের দূর দিগন্তে ভয়-ভীতি আর আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়ার পর।

অবশেষে মানুষের হৃদয় হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের ভয়-ভীতি আর আতঙ্কে ভরে গেল।

*

তারপর হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফ ও তার এক প্রধান সেনাপতি আব্দুর রহমান ইবনে আশআছের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হল।

আর এই বিরোধ এমন এক ফেৎনার রূপ ধারণ করল যা ভাল-মন্দ সবাইকে গ্রাস করে নিল

আর মুসলিম জাতির শরীরে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল।

এ ফেৎনার ইতিবৃত্তি হল, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আশআছকে সিজিস্তানের পশ্চাতে অবস্থিত তুর্কিস্তানের বাদশাহ রাতবীলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এক বাহিনীসহ প্রেরণ করল।

বীর সেনাপতি আব্দুর রহমান ইবনে আশআছ রাতবীলের শাসিত বিরাট অঞ্চল পদানত করে নিল এবং তার দেশের দুর্ভেদ্য অনেক দূর্গ পদানত করল।

শহর ও গ্রাম থেকে প্রচুর গনীমতের মাল লাভ করল।

তারপর হাজ্জাজের নিকট বিজয় সুসংবাদসহ কয়েকজন দূত পাঠাল। দূতগণ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য গণীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ নিয়ে এল।

ইবনে আশআছ দেশের দূরবর্তী ও নিকটবর্তী দুর্গম গিরিপথে প্রবেশ করার পূর্বে ...

এবং বিজয়ী বাহিনীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার পূর্বে ...

দেশের বাইরের ও ভিতরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং তার গতি ও প্রকৃতি জানার জন্য ইবনে আশআছ হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের নিকট কিছু দিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখার অনুমতি প্রার্থনা করে এক পত্র পাঠাল।

হাজ্জাজ এ পত্রে খুব ক্ষীপ্ত হল।

এবং সে ইবনে আশআছের ভীরুতা ও কাপুরুষতার বর্ণনা দিয়ে একটি পত্র লিখল।

তাকে ধ্বংস ও হালাকের ভয় দেখাল এবং সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করার হুমকি দিল।

চিঠি পেয়ে আব্দুর রহমান ইবনে আশআছ তার বাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসার ও সেনাপতিদের ডাকল

এবং হাজ্জাজের পত্র তাদের পাঠ করে শুনাল এবং তাদের পরামর্শ চাইল।

উচ্চ পদস্থ অফিসার ও সেনাপতিরা তাকে বিদ্রোহের পরামর্শ দিল এবং হাজ্জাজের আনুগত্য ত্যাগ করতে বলল।

তখন আব্দুর রহমান ইবনে আশআছ বলল ঃ তাহলে কি তোমরা আমার বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং তার বিরুদ্ধে জিহাদে আমাকে সাহায্য করবে যেন আল্লাহ তাআলা ইরাককে তার থেকে পবিত্র করেন ?

এরপর তার বাহিনী তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বায়আত গ্রহণ করল।

* * *

আব্দুর রহমান ইবনে আশআছ হাজ্জাজ বিদ্বেষী তার বাহিনী নিয়ে ছুটে এল।

ফলে তার বাহিনীর মাঝে আর হাজ্জাজের বাহিনীর মাঝে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং আব্দুর রহমান ইবনে আশআছ বিজয় লাভ করল।

ফলে সিজিস্তান ও পারস্যের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল তার পদানত রইল

তারপর কুফা ও বসরাকে হাজ্জাজের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য অগ্রসর হল।

* * *

যখন উভয় পক্ষে যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল

এবং ইবনে আশআছ এক বিজয়ের পর আরেক বিজয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছিল ...

ঠিক তখন হাজ্জাজের মাথায় আরেক বিপদ এসে পড়ল যা বিপক্ষকে শক্তিশালী করে দিল।

বিপদটি হল, বিভিন্ন প্রদেশের শাসকরা হাজ্জাজের নিকট লিখে পাঠাল,

যিম্মীরা একের পর এক ইসলাম গ্রহণ করছে। ফলে তারা জিযিয়া কর থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে।

আর তারা তাদের গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে অবস্থান নিয়েছে।

তাই খেরাজ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

কর ব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

তখন হাজ্জাজ বসরা ও অন্যান্য শহরের শাসকদের নিকট চিঠি লিখে পাঠাল এবং নির্দেশ দিল,

যিম্মীদের মধ্য থেকে যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসেছে তাদের সবাইকে যেন গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হয়, তারা যত আগেই গ্রাম ছেড়ে আসুক তার কোন ভ্রূক্ষেপ করবে না।

শাসকরা হাজ্জাজের নির্দেশ ঘোষণা করে দিল।

তারপর বহু মানুষকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উৎখাত করে দিল

তাদেরকে তাদের উপার্জনের উৎস থেকে দূরে সরিয়ে দিল

তাদেরকে শহরের বাইরে একত্রিত করল

তাদের সাথে তাদের স্ত্রী পরিজন ও সন্তানদের বের করে দিল

এবং গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রবল চাপ দিতে লাগল অথচ বহু আগে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে।

তাই মহিলারা, শিশুরা আর বৃদ্ধরা কাঁদতে লাগল। চিৎকার করতে লাগল। সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল আর "হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রক্ষা কর, রক্ষা কর" - বলে চিৎকার করতে লাগল।

তারা দিশেহারা। কী করবে, কোথায় যাবে ?

তখন বসরার ফকীহ ও আলেমগণ তাদের নিকট গেলেন তাদের সাহায্য করতে ও তাদের জন্য সুপারিশ করতে।

কিন্তু তারা কিছুই করতে সক্ষম হলেন না।

তাই তারা তাদের দুঃখ দুর্দশায় কাঁদতে লাগলেন এবং তাদের জন্য দু'আ করতে লাগলেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আশআছ এ সুবর্ণ সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাইল না। সে ফকীহ ও উলামায়ে কিরামকে তার সমর্থনের আহ্বান জানাল।

তখন বিশিষ্ট ইমাম ও সম্মানিত তাবেঈদের একটি দল তার ডাকে সাড়া দিল।

তাদের শীর্ষে ছিলেন সাঈদ ইবনে জুবাইর, আব্দুর রহমান ইবনে লায়লা, ইমাম শা'বী, আব্দুল বুখত্বারা আরো অনেকে।

উভয় দলের মাঝে রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। যুদ্ধের শুরুতে ইবনে আশআছ ও তার সঙ্গীরা বিজয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

তারপর ধীরে ধীরে হাজ্জাজের দিকে বিজয়ের পাল্লা ভারি হতে লাগল। অবশেষে ইবনে আশআছ অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে পরাজয় বরণ করল এবং নিজের জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল।

আর ইবনে আশআছের বাহিনী হাজ্জাজ ও তার বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করল।

* * *

হাজ্জাজের নির্দেশে রাজঘোষক পরাজিত যুদ্ধাদের নতুন করে বাইয়াত গ্রহণ করার আহ্বান জানাল।

অধিকাংশ যোদ্ধাই তার ডাকে সাড়া দিল। কেউ কেউ আবার আত্মগোপন করে রইল।

সাঈদ ইবনে জুবাইর ছিলেন আত্মগোপনকারীদের একজন।

আত্মসমর্পনকারীরা যখন একের পর এক বাইয়াত গ্রহণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল তখন হঠাৎ তারা এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হল যা তারা ভাবতেও পারেনি।

বাইয়াত গ্রহণ করতে কেউ গেলে তাকে বলত, আমীরুল মুমিনীনের গভর্ণরের বাইয়াত ভঙ্গ করার কারণে তুমি যে কাফের হয়ে গেছো তুমি কি তার সাক্ষ্য দাও?

যদি বলত, হ্যাঁ। তাহলে তার বাইয়াত গ্রহণ করা হত এবং তাকে মুক্তি দেয়া হত।

আর যদি বলত না, তাহলে তাকে হত্যা করা হত।

তাই কেউ কেউ অবনমিত হত এবং নিজের কাফের হওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করত।

আর কেউ কেউ তাকে গুরুতর বিষয় মনে করত, অপছন্দ করত এবং অস্বীকার করা ও অপছন্দ করার বিনিময়ে নিজের শির প্রদান করত।

সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যেখানে হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হল।

আর কয়েক হাজার লোক নিজেদেরকে কাফের ঘোষণা করার পর মুক্তি পেল।

* * *

যাদেরকে হাজ্জাজ নির্মমভাবে হত্যা করেছিল তাদের মাঝে ছিল খাছআম গোত্রের অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এক ব্যক্তি। তিনি এ যুদ্ধে কোন পক্ষেই যোগ দেননি।

তিনি ফোরাত নদীর ঐ পাড়ে থাকতেন।

যাদেরকে হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত করা হয়েছিল তাদের সাথে তাকেও হাজ্জাজের নিকট উপস্থিত করা হল।

যখন তাকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত করা হল এবং হাজ্জাজ তাকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করল তখন তিনি বললেন ঃ

যুদ্ধের এই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার পর হতে আমি এই নদীর ঐ পাড়ে ছিলাম

যুদ্ধের ফলাফল কি হয় তার অপেক্ষা করছিলাম

যখন দেখলাম, আপনি বিজয়ী হয়েছেন তখন আপনার বাইয়াত গ্রহণ করতে এলাম।

হাজ্জাজ বলল ঃ তোর ধ্বংস হোক

বসে বসে সময়ের অপেক্ষা করবে ...

অথচ তোমার আমীরের সাথে যুদ্ধ করবে না ?

তারপর এই বলে ধমক দিল,

তুমি সাক্ষ্য দাও যে, তুমি কাফের হয়ে গেছো।

বৃদ্ধ বলল ঃ আশি বৎসর আল্লাহর ইবাদত করার পর এখন যদি আমি আমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেই যে, আমি কাফের, তাহলে তো আমি আরও নিকৃষ্ট লোক।

হাজ্জাজ তখন তাকে বলল ঃ তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

বৃদ্ধ বলল ঃ যদিও তুমি আমাকে হত্যা কর ...

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার বয়স আর অল্প কিছুই বাকি আছে।

আর আমি সকাল-সন্ধ্যা মৃত্যুর অপেক্ষা করছি

সুতরাং তোমার যা মনে চায় তাই কর।

হাজ্জাজ তখন জল্লাদকে বলল ঃ তার শির কেটে দাও

জল্লাদ তার শিরোচ্ছেদ করল। সে মজলিসে হাজ্জাজের পক্ষে বিপক্ষে যারাই ছিল সবাই সেই বৃদ্ধের মহানুভবতা অনুভব করল এবং মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করল।

এবং তার জন্য দয়াদ্র হল।

* * *

তারপর হাজ্জাজ কামীল ইবনে যিয়াদ নাখয়ীকে ডাকল। বলল ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে তুমি কাফের হয়ে গেছো ?

কামীল বলল ঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তা সাক্ষ্য দেই না।

হাজ্জাজ বলল ঃ তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

কামীল বলল ঃ তোমার যা করার তা কতে পার

আর আমাদের মাঝের প্রতিশ্রুত সময় আল্লাহর নিকট রয়েছে ...

হত্যা করার পর তোমার হিসাবও একদিন নেয়া হবে।

হাজ্জাজ তাকে বলল ঃ সেদিন প্রমাণ তোমার বিরুদ্ধেই যাবে। তোমার পক্ষে নয়।

কামীল বলল ঃ তা সম্ভব যদি তুমি সে দিন বিচারক হও।

হাজ্জাজ বলল ঃ তাকে হত্যা কর ...

তারপর তাকে সামনে আনা হল ও হত্যা করা হল।

* * *

তারপর হাজ্জাজের সম্মুখে আরেকজন লোককে উপস্থিত করা হল। হাজ্জাজ যাকে ঘৃণা করত। যাকে হত্যা করতে চাইত। কারণ তার অনেক তিরষ্কারমূলক কথা সে শুনতে পেয়েছে।

তাই হাজ্জাজ তাকে বলল ঃ আমি এখন আমার সামনে এমন এক লোককে দেখছি, আমার ধারণা সে নিজের সম্পর্কে কাফের হওয়ার সাক্ষ্য দিবে না।

লোকটি বলল ঃ আশা করি আমাকে ধ্বংস করে ফেলবে না। আমার ব্যাপারে আমাকে প্রবঞ্চনায় ফেলবে না। কারণ আমি পৃথিবীর জঘন্যতম কাফের। কীলকের অধিকারী ফেরাউনের চেয়েও জঘন্যতম।

তখন হাজ্জাজ তার পথ মুক্ত করে দিল।

অথচ হাজ্জাজ তার হত্যার পিপাসায় ছটফট করছিল।

* * *

সেই ভয়াবহ হত্যাকণ্ডের খবরাখবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেখানে হাজার হাজার দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মুমিনদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

হাজার হাজার মানুষ মুক্তি পেয়েছে যাদের কুফুরীর স্বীকৃতি নিতে বাধ্য করা হয়েছে।

তখন সাঈদ ইবনে জুবাইরের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল, যদি সে হাজ্জাজের হাতে পড়ে তাহলে তাকে দুই পরিণতির যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয় কোন পথ সেখানে নেই।

হয় তার শিরোচ্ছেদ করা হবে

না হয় নিজেকে কাফের বলে সাক্ষ্য দিতে হবে।

আর বিষয় দু'টি এমন যে তার অধিক মিষ্টটি অধিক তিক্ত। তাই তিনি ইরাক থেকে বেরিয়ে যাওয়াকেই প্রাধান্য দিলেন

লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকাকেই প্রাধান্য দিলেন ...

এবং আল্লাহর সুবিস্তৃত জমিনে হাজ্জাজ ও তার চরদের চোখ থেকে আত্মগোপন করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। অবশেষে মক্কার এক ছোট পল্লীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

এমনিভাবে পূর্ণ দশটি বৎসর কেটে গেল যা হাজ্জাজের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত আগুন নিভে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আর তার হৃদয়ের হিংসা মিটে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

* * *

কিন্তু হঠাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটল যা কেউ আশা করেনি।

ঘটনাটি হল, মক্কায় বনু উমাইয়ার এক নতুন গভর্ণর এল। নাম খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ কাসরী।

সাঈদ ইবনে জুবাইরের অনুরক্ত ও ভক্তরা তখন গোপনে সন্ধান নিল। কারণ তারা তার দুশ্চরিত্রের কথা আগেই জানত। তারা অঘটন কিছু ঘটবার আশঙ্কা বোধ করল।

তাদেব কেউ কেউ সাঈদ ইবনে জুবাইরের নিকট এসে বলল ঃ এই যে লোকটি মক্কায় এল, আপনার ব্যাপারে কিন্তু আমরা তাকে নিরাপদ মনে করছি না।

সুতরাং আপনি আমাদের অনুরোধ রাখুন। মক্কা থেকে অন্য কোথাও চলে যান।

সাঈদ ইবনে জুবাইর তখন বললেন ঃ আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আমি অনেক পালিয়ে বেড়িয়েছি। এখন আমি আল্লাহর থেকে লজ্জা বোধ করছি।

তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি আমার এই স্থানেই স্থির থাকব

তারপর আল্লাহ আমার সাথে যা করতে চান তা করুন।

* * *

খালেদ সম্পর্কে মানুষ যে বদধারণা করেছে খালেদ তা সত্যই বাস্তবায়িত করল।

সাঈদ ইবনে জুবাইরের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পেরেই সে একটি বাহিনী প্রেরণ করল। তাদের নির্দেশ দিল, তারা যেন তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ওয়াসেত নগরীতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের নিকট নিয়ে যায়।

বাহিনী সন্তর্পনে গিয়ে সাঈদ ইবনে জুবাইরের বাড়ী ঘেরাও করে ফেলল...

তার ভক্ত অনুরক্তদের মাঝেই তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করল

এবং হাজ্জাজের নিকট নিয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করল।

কিন্তু তারা তাঁকে একেবারে প্রশান্ত নিশ্চিন্ত পেল।

তিনি তাঁর ভক্ত ও অনুরক্ত সাথীদের দিকে ফিরে বলল ঃ মনে হচ্ছে আমি ঐ যালিমের সামনে নিহত হব

কারণ আমি ও আমার দুই বন্ধু ইবাদতের এক রাতে এক সাথে ছিলাম। আমরা তখন দু'আর মাঝে বেশ স্বাদ অনুভব করলাম। আমরা আল্লাহর নিকট অনেক দু'আ করলাম।

বিনয় বিগলিত নেত্রে আত্মতৃপ্তির সাথে কাঁদলাম।

তারপর আমরা আল্লাহর নিকট শাহাদাতের প্রার্থনা করলাম। আমার দুই বন্ধুই তাদের কাঙ্খিত শাহাদাত লাভ করেছেন। আমি এখন তার প্রত্যাশায় আছি ...

তাঁর কথা শেষ না হতেই তাঁর এক ছোট মেয়ে এসে উপস্থিত হল।

মেয়েটি তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেল। আর দেখল, সৈন্যরা তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটি তখন তাঁকে আকড়ে ধরল এবং চিৎকার করে কাঁদতে লাগল।

তিনি তখন তাঁকে কোমল হাতে সরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ হে মেয়ে! তোমার মাকে গিয়ে বল, আমরা জান্নাতে গিয়ে মিলিত হব, ইনশা আল্লাহ।

তারপর তিনি চলে গেলেন ...

* * *

সুবিজ্ঞ আলেম, আবেদ, মুত্তাকী, পরহেজগার, তত্ত্ব ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী সাঈদ ইবনে জুবাইরকে নিয়ে সৈন্য বাহিনী ওয়াসেত নগরীতে পৌঁছল।

এবং তাকে হাজ্জাজের নিকট নিয়ে গেল।

হাজ্জাজ হিংসা ও বিদ্বেষ ভরা দৃষ্টি ফেলে বলল ঃ বল তোমার নাম কি ?

তিনি বললেন ঃ সাঈদ ইবনে জুবাইর (অর্থ জোড়াদানকারীর পুত্র ভাগ্যবান)

হাজ্জাজ বলল ঃ বরং শাকী ইবনে কুসাইর় (অর্থ ভঙ্গকারীর পুত্র হতভাগ্য)

সাঈদ বল্লেন ঃ বরং আমার মা আমার নাম সম্পর্কে তোমার চেয়ে বেশী অবহিতা ছিলেন।

হাজ্জাজ বলল ঃ মুহাম্মাদ সম্পর্কে তুমি কি বল ?

সাঈদ বললেন ঃ তুমি কি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো ?

হাজ্জাজ বলল ঃ হ্যাঁ।

সাঈদ বললেন ঃ তিনি হলেন আদম সন্তানের সরদার, নির্বাচিত রাসূল।

যারা রয়েছে তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ, যারা বিগত হয়েছেন তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ

রিসালাতের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন, আমানত পৌছে দিয়েছেন ...

তিনি আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্মের কথা প্রচার করেছেন, আল্লাহর কিতাব তাঁর বান্দাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন, সাধারণ মুসলমানদের ও বিশিষ্ট মুসলমানদের জন্য তিনি ছিলেন কল্যাণকামী।

হাজ্জাজ বলল ঃ আবু বকর সম্পর্কে তুমি কি বল ?

সাঈদ বলল ঃ তিনি সিদ্দীক, আল্লাহর রাসুলের খলীফা। তিনি প্রশংসিত অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং ভাগ্যবান অবস্থায় জীবন যাপন করেছেন।

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকার উপরই জীবন কাটিয়েছেন। বিন্দুমাত্র পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি।

হাজ্জাজ বলল ঃ উমর সম্পর্কে তুমি কি বল ?

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ তিনি হলেন ফারুক। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়ভাজন ...

তিনি তাঁর দুই সঙ্গীর তরীকা অনুযায়ীই জীবন কাটিয়েছেন ...

প্রশংসিত অবস্থায় জীবন কাটিয়েছেন আর শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন।

হাজ্জাজ বলল ঃ উসমান সম্পর্কে তুমি কি বল ?

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ তিনিই তাবূক যুদ্ধে যুদ্ধ সামগ্রীর ব্যবস্থা করেছিলেন ...

রুমা কূপ খনন করেছিলেন ...

জান্নাতে নিজের জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করেছিলেন ...

পর্যায়ক্রমে রাসূলের দুই মেয়ের স্বামী ছিলেন

আকাশের ওহী মুতাবেক নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন

মজলুম অবস্থায় নিহত হয়েছিলেন।

হাজ্জাজ বলল ঃ আলী সম্পর্কে তুমি কি বল ?

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লামের পিতৃব্য-পুত্র

বালকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন
তিনি পূণ্যবতী ফাতেমা (রাযিঃ) -এর স্বামী ছিলেন
জান্নাতীদের সরদার হাসান ও হুসাইন (রাযিঃ) -এর পিতা।

হাজ্জাজ বলল ঃ বনু উমাইয়ার কোন্ খলীফা তোমার নিকট প্রিয় ?

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ তার স্রষ্টার নিকট যে বেশী পছন্দনীয়।

হাজ্জাজ বলল ঃ তাদের কে তার স্রষ্টার নিকট অধিক প্রিয় ?

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ তার জ্ঞান তো একমাত্র ঐ সত্তার নিকট আছে যিনি তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন।

হাজ্জাজ বলল ঃ আমার সম্পর্কে তুমি কি বল ?

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ তা তুমিই তোমার সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত।

হাজ্জাজ বরল ঃ বরং তোমার মতামত জানতে চাই।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ তাহলে তুমি তোমাকে কষ্ট দিবে, আনন্দ দিবে না।

হাজ্জাজ বলল ঃ অবশ্যই আমাকে তোমার মতামত শুনতে হবে।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ আমি জানি, তুমি আল্লাহর কিতাবের বিরোধী। তুমি এমন সব কাজ কর যা মানুষের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করে আর তোমাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে
তোমাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

হাজ্জাজ বলল ঃ সাবধান! আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ তাহলে তুমি আমার ইহজীবনকে নষ্ট করে দিলে আর তোমার পরকালকে ধ্বংস করে দিলে।

হাজ্জাজ বলল ঃ তুমি কোন্ পদ্ধতির মৃত্যুকে বরণ করবে, তা বল।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ বরং হে হাজ্জাজ! তুমিই তা নিজের জন্য গ্রহণ কর।

আল্লাহর কসম করে বলছি, তুমি আমাকে যে পদ্ধতিতে হত্যা করবে আল্লাহ তোমাকে পরকালে সে পদ্ধতিতেই হত্যা করবেন।

হাজ্জাজ বলল ঃ তুমি কি চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব ?

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ যদি কোন ক্ষমা হয় তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে। তোমার থেকে আমি কোন ক্ষমা চাই না।

হাজ্জাজ এবার অত্যন্ত ক্ষীপ্ত হয়ে বলল ঃ হে জল্লাদ তরবারী আর চামড়ার বিছানাটি নিয়ে এসো

সাঈদ ইবনে জুবাইর তখন মিটমিট করে হাসতে লাগলেন।

হাজ্জাজ তখন বলল ঃ তুমি হাসছো কেন ?

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ আল্লাহর সামনে তোমার দুঃসাহসিকতা আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর সহনশীলতা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।

হাজ্জাজ বলল ঃ হে জল্লাদ! তাকে হত্যা কর।

সাঈদ ইবনে জুবাইর তখন কেবলামুখী হয়ে বললেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَالسَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا

وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ ঃ আমি মুসলমান হয়ে সকল ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে আমার চেহারাকে ঐ সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন।

হাজ্জাজ বলল ঃ কেবলার দিক থেকে তার মুখ ফিরিয়ে দাও।

সাঈদ ইবনে জুবাইর তখন বললেন ঃ

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাবে সে দিকেই আল্লাহকে পাবে।

হাজ্জাজ বলল ঃ তাকে মাটিতে উপুর করে দাও।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বললেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

অর্থ ঃ মাটি থেকে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিব এবং পুণরায় আমি তোমাদের মাটি থেকেই পুনরুত্থান করব।

হাজ্জাজ বলল ঃ আল্লাহর শত্রুকে যবাই করে ফেল। কুরআনের আয়াত তার চেয়ে বেশী মুখস্ত এমন কাউকে দেখিনি।

তখন সাঈদ দু'হাত তুলে দু'আ করে বলল, হে আল্লাহ! আমার পর কারো উপর আর হাজ্জাজকে প্রবল ও শক্তিশালী করো না।

* * *

সাঈদ ইবনে জুবাইরের ইনতেকালের পর মাত্র পনের দিন অতিবাহিত হল। ইতিমধ্যে হাজ্জাজ জ্বরে আক্রান্ত হল। জ্বরের প্রকোপ তীব্র আকার ধারণ করল।

তাই সে হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল এবং তারপরই জাগ্রত হতে লাগল।

একটু ঘুমে আচ্ছন্ন হলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জাগ্রত হত আর চিৎকার করে বলত ঃ এই তো সাঈদ ইবনে জুবাইর আমার ঘাড় চেপে ধরেছে।

এই তো সাঈদ ইবনে জুবাইর বলছে, কেন তুমি আমাকে হত্যা করলে?

তারপর সে কাঁদতে কাঁদতে বলত ঃ হায় আফসোস, আমার কী হল! সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে আমাকে বাঁচাও ... বাঁচাও

মৃত্যুর পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফকে দাফন করা হল। তখন এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল ঃ

হে হাজ্জাজ! তুমি যাদের হত্যা করেছো তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমার সাথে কি আচরণ করেছেন ?

তখন হাজ্জাজ তাকে বলল ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে একবার করে হত্যা করেছেন।

আর সাঈদ ইবনে জুবাইরকে হত্যা করার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে সত্তর বার হত্যা করেছেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ)

(ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাবের সাথে)

"আমীর-উমারার অনুগত কিছু আলেম রয়েছে,
বিত্তবানদের অনুগত কিছু আলেম রয়েছে,
আর মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে দয়াময়
আল্লাহর অনুগত আলেম"

- মালেক ইবনে দীনার

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ)

আমরা এখন আমীরুল মু'মিনীন সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেকের খিলাফত কালে উপস্থিত

এই তো ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাব ইবনে ছুফরা ইসলামের এক উন্মুক্ত তরবারী এবং খুরাসানের প্রচণ্ড প্রতাপশালী শাসক।

শাহাদত ও সাওয়াবের প্রত্যাশী বহু স্বেচ্ছাসেবীদের ছাড়াও এক লক্ষের অধিক যোদ্ধার বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি শত্রুর দিকে ছুটে চলেছেন ...

তিনি জুরজান ও তরাবিস্তান বিজয়ের প্রতিজ্ঞা করেছেন।

তার সাথে স্বেচ্ছাসেবীদের সর্বাগ্রে ছিলেন মহান তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে আল আয্দী আল বাস্‌রী ...

যাকে উপাধি দেয়া হয়েছে যাইনুল ফুকাহা (ফকীহদের শোভা)

যিনি 'বসরার আবেদ' নামে সুপরিচিত।

মহান সাহাবী রাসূলের খাদেম হযরত আনাস ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ) এর একান্ত অনুগত শিষ্য।

* * *

ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাব তাঁর বাহিনী নিয়ে দিহিস্তানে অবস্থান করলেন।

সেখানে এক তুর্কী জাতি বাস করত।

শক্তিতে তারা প্রচন্ড

শৌর্যবীর্যে অতুলনীয় ...

দুর্গসমূহ তাদের দূর্ভেদ্য

তাই তারা প্রত্যহ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হয়।

যখন তারা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে বা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভভ হয়ে পড়ে তখন তারা পর্বতমালার গিরিপথে তাদের আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নেয়।

তারা তাদের দুর্ভেদ্য দূর্গসমূহের দ্বারা নিরাপদ হয়ে যায় এবং দূর্গের সুউচ্চ বেষ্টনীর অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে যদিও ছিলেন বর্ষীয়ান, শারীরিক গঠন প্রক্রিয়ার দুর্বল। কিন্তু এ যুদ্ধে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ছিল খুব উঁচু।

কারণ, মুজাহিদ বাহিনী ঐ ঈমানের আলোতে প্রশান্ত ছিল যা তার নির্মল চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হত।

এমন যিকিরের উজ্জতায় উদ্যোমী ছিল যা তাঁর সদা চঞ্চল জিহ্বা থেকে ছড়িয়ে পড়ত।

বিপদ ও বিপন্নময় মুহূর্তগুলোতে তাঁর মকবুল দু'আর কারণে তারা প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত ছিল।

তাঁর বৈশিষ্ট ছিল, যখন সেনাপ্রধান যুদ্ধের সূচনা করতেন তখন তিনি চিৎকার করে ঘোষণা করতেন।

হে আল্লাহর সৈনিকরা! তোমরা অশ্বারোহন কর

হে আল্লাহর সৈনিকরা! তোমরা অশ্বারোহন কর

মুজাহিদরা তার আহ্বান শোনার সাথে সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে ছুটে যেত।

প্রচন্ড রৌদ্রদগ্ধ দিবসে শীতল পানির দিকে পিপাসার্ত ব্যক্তি ধাবিত হওয়ার ন্যায় তারা রণাঙ্গনে ধাবিত হত।

* * *

ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী সে যুদ্ধসমূহের এক যুদ্ধে শত্রুদের সারি চিরে এক অশ্বারোহী আবির্ভূত হল। কোন চোখ তাঁর চেয়ে বিশাল দেহী কাউকে দেখেনি

তার চেয়ে শক্তিশালী কাউকে দেখেনি

তার চেয়ে দুঃসাহসী কাউকে দেখেনি

তার চেয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কাউকে দেখেনি।

যোদ্ধাদের সারিসমূহের মাঝে সে ছুটাছুটি করতে লাগল এমনকি মুসলমানদের তাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে দিল

মুসলমানদের অন্তরে ভয় ও ভীতির সঞ্চার করল

তারপর সে মুজাহিদদের অহংকার ভরে মল্ল যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করতে লাগল। বারবার আহ্বান করতে লাগল।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসেই তার বিরুদ্ধে মল্ল যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছে করে প্রস্তুত হলেন।

ঠিক তখন অশ্বারোহী মুজাহিদদের মাঝে আত্মমর্যাদা বোধ সৃষ্টি হল।

একজন অশ্বারোহী মুজাহিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে'র নিকটবর্তী হয়ে কসম খেয়ে তাঁকে যেতে বারণ করল।

আর তাকে যাওয়ার সুযোগ দানের অনুমতি প্রার্থনা করল।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে তখন তার কসমকে পূর্ণ করতে সুযোগ দিলেন এবং তার জন্য বিজয়ের দু'আ করে দিলেন।

* * *

উভয় অশ্বারোহী একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যেমন মৃত্যু ঝাঁপিয়ে পড়ে ...

শক্তিশালী ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় একে অপরের উপর আক্রমণ করল।

সৈন্যদের চোখ ও হৃদয় চারদিক থেকে তাদের উপর আটকে গেল।

বেশ কিছু সময় ধরে তারা যুদ্ধ করতে লাগল ও আক্রমণ করতে লাগল। অবশেষে উভয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

তখন একই মুহূর্তে উভয়ে উভয়ের মাথায় তরবারী দ্বারা আঘাত করল।

তুর্কী যোদ্ধার তরবারীটি মুসলিম অশ্বারোহীর শিরস্ত্রানে প্রতিহত হয়ে আটকে গেল।

আর মুসলিম যোদ্ধার তরবারীটি তুর্কি অশ্বারোহীর কপালে গিয়ে পতিত হল এবং তার মাথাকে দ্বিখন্ডিত করল

তার মাথার সম্মুখভাগকে দু'ভাগে বিভক্ত করল।

তারপর বিজয়ী মুসলিম অশ্বারোহী মুসলমানদের সারির দিকে এমনভাবে ফিরে এল যে দৃশ্য চোখ কখনো দেখেনি।

তার হাতের তারবারী থেকে টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরছে। আর তার শিরস্ত্রানে একটি তারবারী আটকে আছে যা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

মুসলমানরা তখন তাকবীর ধ্বনি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাল।

ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাব অশ্বারোহীর শরীরের অস্ত্রের, মাথার শিরস্থানের ও তরবারী দু'টির ঔজ্জ্বল্য দেখে বিমোহিত হল। বলল ঃ এই বীর্যবান বীর যোদ্ধা কে ?

বলা হল ঃ এ তো এমন লোক যাকে মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে এর দু'আ বীর বিক্রম ও বীর্যবান করে ফেলেছে।

* * *

তুর্কী অশ্বারোহীর মৃত্যুর পর শক্তির পাল্লা উল্টে গেল। মুশরিকদের অন্তরে ভয়-ভীতি আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল শুষ্ক তৃণলতায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার মত।

আর মুসলমানদের অন্তরে আত্মমর্যাদা ও ইজ্জতের আগুন প্রজ্জ্বলিত হল।

ফলে তারা প্লাবনের ন্যায় শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেড়ী চারদিক থেকে গলাকে বেষ্টন করার ন্যায় তাদের বেষ্টন করে ফেলল।

তাদের পানি এবং রসদ বিচ্ছিন্ন করে দিল।

সুতরাং তাদের বাদশাহর সন্ধি ছাড়া তার কোন উপায় রইল না

বাদশাহ ইয়াযিদের নিকট সন্ধির প্রস্তাবসহ লোক পাঠাল এবং জানিয়ে দিল যে, সে তার রাজ্য ও রাজ্যের সমুদয় কিছু তার হাতে অর্পন করতে পূর্ণ প্রস্তুত। তবে শর্ত হল, তাকে, তার ধনসম্পদ ও তার পরিজনদের নিরাপত্তা দিতে হবে।

ইয়াযিদ তার সন্ধি চুক্তি কবুল করে নিল। তবে শর্তারোপ করল, তাকে পর্যায়ক্রমে সাত লক্ষ দেরহাম দিতে হবে

নগদ চার লাখ দেরহাম দিতে হবে

জাফরান বোঝাই করা চারশত বাহন দিতে হবে

চারশত গোলাম তা টেনে নিয়ে যাবে, তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি পিতলের পাত্র থাকবে ...

মাথায় থাকবে রেশমের মস্তকাবরণ

মস্তকাবরণের উপর থাকবে মখমলের চাদর আর রেশমের উড়নী যা সৈন্যদের স্ত্রীরা পরিধান করবে।

যুদ্ধ শেষ হলে ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাব কোষাধ্যক্ষকে বলল ঃ যাও গনীমতের মালের হিসাব কর। প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অনুযায়ী দেয়া হবে।

কোষাধ্যক্ষ ও তার সহকর্মীরা তা হিসাব করতে আপ্রাণ চেষ্টা করল। কিন্তু অক্ষম হল।

ফলে গণীমতের সম্পদ মুজাহিদদের মাঝে সন্তোষজনকভাবে সমান ভাগে বন্টন করে দেয়া হল।

* * *

এই গণীমতের সম্পদের মাঝে মুসলমানরা একটি গিনি স্বর্ণের বিস্ময়কর মুকুট পেল।

মনিমুক্তা আর মূল্যবান পাথরে তা সজ্জিত

বিভিন্ন বিস্ময়কর অংকনে শোভিত

ফলে দর্শকদের ঘাড় সেদিকে দীর্ঘ হল

আর চক্ষু তার মনি মুক্তায় স্থির হয়ে গেল

তাই ইয়াযিদ তা নিজ হাতে তুলে নিল এবং উপরে তুলে ধরল। যেন মুজাহিদদের যারা দেখতে পায়নি তারা তা দেখে নেয়।

তারপর বলল ঃ তোমাদের কি মনে হয়, এই মুকুটটি নেয়ার ব্যাপারে কেউ নির্মোহ হবে।

সবাই বলল ঃ আল্লাহ আমীরের কল্যাণ করুন। আর এমন কেই বা আছে যে, এ ব্যাপারে নির্মোহ হবে ?

এবার ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাব বলল ঃ সত্তর তোমরা দেখতে পাবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মাঝে এমন ব্যক্তিও আছেন যে, তাতে নির্মোহ ...

গোটা দুনিয়া এ ধরণের সম্পদে ভরে গেলেও।

তারপর তার প্রহরীর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ যাও, মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসেকে তালাশ করে আন।

প্রহরী চারদিকে তাঁকে খুজতে খুজতে অবশেষে জনকোলাহল থেকে দূরে এক স্থানে তাঁকে পেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়ছেন, দু'আ করছেন, কাঁদছেন আর ইসতেগফার পাঠ করছেন।

প্রহরী তাঁর নিকবর্তী হল। বলল ঃ আমীর আপনাকে ডেকেছেন এবং এখনই যাওয়ার অনুরোধ করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে প্রহরীর সাথে এলেন। আমীরের নিকট পৌঁছে তাঁকে সালাম দিলেন। তার নিকট বসলেন।

আমীর সালামের উত্তর দিল। তারপর মুকুটটি হাতে তুলে বলল ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! মুজাহিদরা এ মূল্যবান মুকুটটি গণীমতের মালের মাঝে পেয়েছে।

আমি ভাল মনে করেছি, এ ব্যাপারে আপনাকে প্রাধান্য দিব এবং তা আপনার প্রাপ্য অংশে রাখব। আমার এ কথায় মুজাহিদরা সবাই সন্তুষ্ট।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে বললেন ঃ হে আমীর। তা কি আমারই অংশে রাখবে ?

মুহাল্লাব বলল ঃ হ্যাঁ আপনার অংশে।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে বললেন ঃ হে আমীর! আমার তো কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আপনাকে ও তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মুহাল্লাব বলল ঃ আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, অবশ্যই আপনি তা গ্রহণ করবেন।

আমীর কসম দিয়ে বললে মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে মুকুটটি গ্রহণ করলেন। তারপর অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন।

যারা মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে সম্পর্কে জানত না তাদের কয়েকজন বলল ঃ

এই তো দেখলাম, তিনি মুকুটটি গ্রহণ করে নিয়ে চলে গেলেন।

তখন ইয়াযিদ তার এক গোলামকে নির্দেশ দিল, যেন সে আত্মগোপন করে তার অনুসরণ করে এবং দেখে, সে মুকুটটি নিয়ে কি করে। তারপর সংবাদ নিয়ে আসে।

গোলাম লুকিয়ে লুকিয়ে তার অনুসরণ করল।

* * *

মুকুটটি হাতে নিয়ে মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে হেঁটে চললেন। পথে একজন লোক তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। উস্কোখুস্কো তার চুল। ধূলিমলিন তার দেহ। দেখতে অপছন্দনীয়। লোকটি তার নিকট ভিক্ষা চেয়ে বলল ঃ আল্লাহর সম্পদ থেকে কিছু দাও।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে ডানে বামে পশ্চাতে তাকালেন।

যখন তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে, কেউ তাঁকে দেখছে না তখন মুকুটটি ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন।

তারপর হৃষ্টচিত্তে আনন্দিত মনে চলে গেলেন। যেন তিনি তাঁর কাঁধ থেকে এমন এক বোঝা নামিয়ে রাখলেন যা তাঁকে ভারাক্রান্ত করছিল।

গোলাম তখন ভিক্ষুকের হাত ধরে তাকে আমীরের নিকট নিয়ে এল এবং ঘটনাটি তার নিকট বর্ণনা করল।

আমীর তখন মুকুটটি ভিক্ষুকের নিকট থেকে নিয়ে নিল এবং প্রচুর সম্পদ প্রদান করে তাকে সন্তুষ্ট করে দিল।

তারপর সৈন্যবাহিনীর দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আমি কি তোমাদের বলি নাই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মাঝে এমন ব্যক্তি এখনো বিদ্যমান যে, এই মুকুট এবং এ ধরণের হাজারো মুকুটের ব্যাপারে নির্মোহ।

* * *

ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাবের পতাকা তলে থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে হজ্জের মওসুম এসে গেল।

যখন আর অল্প কিছু দিন বাকি তখন তিনি মুহাল্লাবের নিকট গিয়ে হজ্জ আদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

ইয়াযিদ তখন বলল ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনার অনুমতি আপনার হাতে। সুতরাং যখন ইচ্ছে তখনই আপনি যেতে পারেন।

আর আমি আপনাকে কিছু পরিমাণ অর্থকড়ি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি যা আপনাকে হজ্জ পালনে সহায়তা করবে।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে বললেন ঃ হে আমীর! আপনি কি তাহলে সৈন্য বাহিনীর প্রত্যেকের জন্য এ পরিমাণ অর্থকড়ির নির্দেশ দিয়েছেন ?

ইয়াযিদ বলল ঃ না।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে বললেন ঃ সৈন্য বাহিনীর কাউকে কিছু না দিয়ে শুধু মাত্র আমাকেই কিছু অর্থ কড়ি দিবেন, আমার তার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে তাকে বিদায় জানালেন ও হজ্জে রওনা হয়ে গেলেন।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে'র অনুপস্থিতি যেমন ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাবের নিকট বেদনাদায়ক হল, তেমনিভাবে মুসলমান মুজাহিদ বাহিনীর যারা তার সাহচর্যে ভাগ্যবান হয়েছিল তাদের নিকটও বেদনাদায়ক হল।

মুজাহিদ বাহিনী তাঁর বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা দুঃখিত হল।

তারা আবেদন করল, হজ্জ আদায়ের পর যেন তিনি তাদের নিকট ফিরে আসেন।

অবশ্য এতে কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, জনবসতির প্রান্তে প্রান্তে মুসলিম মুজাহিদদের যে সেনাপতিরা ছড়িয়ে আছেন তাদের প্রত্যেকে তামান্না

করছে যে, বসরার আবেদ মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে তাদের বাহিনীর একজন হবেন।

তারা তাদের সাথে তাঁর উপস্থিতিতে প্রভূত কল্যাণের সুসংবাদ দিবেন।

আর আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর দু'আর বরকতে অকল্পনীয় বিজয় প্রাপ্তির আশা করবেন।

সব কিছুর পর বলছি, ঐ সব ব্যক্তিত্ব কতোই না মহান, যাঁরা নিজেদের দৃষ্টিতে ছোট আর আল্লাহর নিকট ও মানুষের নিকট বড়।

আর এ ইতিহাস কতোই না মহান যা, এ ধরণের বিস্ময়কর দূর্লভ ব্যক্তিদের কারণে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে।

বসরার আবেদ মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে এর সাথে আরেকটি সাক্ষাতের জন্য একটু অপেক্ষা কর।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ)

(কুতাইবা ইবনে মুসলিম বাহিনীর সাথে)

"মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ) -এর আঙ্গুলির সঞ্চালন
আমার নিকট হাজার প্রসিদ্ধ তরবারীর চেয়ে
বেশী প্রিয় যা হাজার তারুণ্যে উচ্ছল
যুবকের হাতে থাকবে"।

- কুতাইবা ইবনে মুসলিম

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (রহঃ)

আমরা এখন হিজরী সাতাশি সনে উপস্থিত।

এই তো মুসলমানদের গৌরব বিজয়ী সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিম তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে মার্ভ শহর থেকে বুখারার দিকে যাচ্ছেন।

তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, সির দরিয়ার উত্তর পার্শ্বস্থ অঞ্চল পদানত করবেন।

চীনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যুদ্ধ করবেন।

এবং তার অধিবাসীদের উপর জিযিয়া কর আরোপ করবেন।

কিন্তু কুতাইবা ইবনে মুসলিম সির দরিয়া অতিক্রম করতে না করতেই বুখারার অধিবাসীরা তার আগমন সংবাদ পেয়ে চারদিকে রণভেরি বাজাতে লাগল।

তাদের পাশ্ববর্তী জাতিদের ডাকতে লাগল।

ছুগদদের ডাকতে লাগল।

তুর্কীদের ডাকতে লাগল।

চীনাদের ডাকতে লাগল।

অন্যান্য জাতিদেরও ডাকতে লাগল।

ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা, নির্বিশেষে সকল যুদ্ধারা এসে উপচে পড়ল। এমনকি তারা অস্ত্রশস্ত্র ও সংখ্যায় মুসলমানদের কয়েকগুণ বেশী হয়ে গেল।

তারপর তারা অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের সম্মুখ গমনের সকল পথ বন্ধ করে দিল।

সীমান্তবর্তী অঞ্চল ও পথঘাট বন্ধ করে দিল।

এমনকি কুতাইবা ইবনে মুসলিম তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কোন গুপ্তচরও পাঠাতে পারলেন না।

যারা তাদের সংবাদ তাঁর নিকট বয়ে আনবে।

আবার তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া তার গুপ্তচরদের কেউ তাঁর নিকট ফিরে আসতেও পারল না।

* * *

কুতাইবা ইবনে মুসলিম "বেকান্দা" শহরের নিকটে তার সৈন্য শিবির স্থাপন করলেন।

তিনি তাঁর স্থানে আটকে রইলেন। সামনে অগ্রসর হন না, পশ্চাতেও ফিরে আসেন না।

তাই শত্রুরা প্রত্যহ সকালে সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে একদল যোদ্ধা নিয়ে এগিয়ে আসে।

তারপর সারাদিন তাঁর বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে।

রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লে তারা তাদের নিরাপদ দূর্ভেদ্য ঘাটিতে ফিরে যায়।

একাধারে দু'মাস ধরে এমনি অবস্থা চলতে লাগল

এদিকে কুতাইবা এ বিষয়টি নিয়ে দারুন বিস্ময় বিমূঢ়।

তিনি স্থির করতে পারছেন না। তিনি কি ফিরে আসবেন, না সামনে অগ্রসর হবেন ?

ইতিমধ্যে কুতাইবা ও তাঁর বাহিনীর কথা সকল অঞ্চলের মুসলমানদের কানে গিয়ে পৌঁছলো।

ফলে অপরাজেয় এ বিশাল বাহিনীর ব্যাপারে মুসলমানরা সঙ্কিত হয়ে পড়ল।

অপরাজেয় এ মহান সেনাপতির ব্যাপারেও তারা সঙ্কিত হয়ে পড়ল।

সকল শহরের শাসকদের নিকট এ মর্মে নির্দেশ নামা পৌঁছল, যেন প্রত্যেক নামাযের পর সির দরিয়ার উত্তর পার্শ্বস্থ অঞ্চলে অবস্থিত মুসলিম বাহিনীর জন্য দু'আ করা হয়।

তাই মসজিদে মসজিদে মুসলমানগণ তাদের জন্য কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে লাগলেন।

মসজিদেব মিনারসমূহ হতে বিনয় বিগলিত কণ্ঠে তাদের জন্য দু'আ করার আহ্বান ভেসে আসতে লাগল।

ইমামগণ প্রত্যেক নামাযে তাদের বিজয়ের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতে লাগলেন।

এ শক্তিশালী বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য বহু মানুষ প্রস্তুত হল। ছুটে চলল বেকান্দা শহরের দিকে।

তাদের সর্বাগ্রে ছিলেন বিশিষ্ট মহান তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে।

* * *

কুতাইবা ইবনে মুসলিমের এক অনারব গুপ্তচর ছিল। সে ধূর্ততা, বুদ্ধিমত্তা ও কূটকৌশলে ছিল প্রসিদ্ধ।

তাকে তাইযার নামে ডাকা হত।

শত্রুরা তাকে তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে নিল এবং তার জন্য উদার হস্তে সম্পদ ব্যয় করল।

তারা তার নিকট আবেদন করল, যেন সে তার কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা মুসলমানদের শক্তি দুর্বল করার ক্ষেত্রে ব্যয় করে এবং বিনা যুদ্ধে ময়দান ছেড়ে যেতে তাদের উৎসাহিত করে।

* * *

তাইযার কুতাইবা ইবনে মুসলিমের নিকট গমন করল।

তার মজলিস তখন মুজাহিদ বাহিনীর বড় বড় সেনাপতিদের দ্বারা পরিপূর্ণ।

সে তাঁর পার্শ্বে তার নির্ধারিত স্থানে গিয়ে বসল এবং তার দিকে ঝুঁকে নিম্ন কণ্ঠে তার কানে বলল ঃ হে আমীর! কিছু সময়ের জন্য আপনার মজলিসকে খালি করুন।

কুতাইবা মজলিসে উপস্থিত সবাইকে ইঙ্গিত করল। যেরার ইবনে হুসাইন ছাড়া সবাই চলে গেল। কুতাইবা ইবনে মুসলিম তাকে থাকতে বললেন।

তখন তাইযার কুতাইবার দিকে তাকিয়ে বলল ঃ হে আমীর! আপনার নিকট বলার মত আমার নিকট কিছু সংবাদ আছে।

কুতাইবা সাগ্রহে বললেন ঃ বল।

তাইযার বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে পদচ্যুত করেছেন।

যে সেনাপতিরা তার অনুসরণ করে তাদেরও পদচ্যুত করেছেন আর আপনি তাদের একজন

মুজাহিদ বাহিনী সমূহে নতুন নতুন সেনাপতি নিয়োগ করেছেন ও তাদেরকে তাদের কর্মক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

যিনি আপনার স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি যে কোন সময় এসে উপস্থিত হবেন।

আমার মতামত হল, আপনি মুজাহিদ বাহিনীকে নিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যান ...

আপনি মার্ভে ফিরে যান। যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে থেকে আপনার বিষয়টি ভেবে দেখুন।

* * *

তাইযার তার কথা শেষ করতে না করতেই কুতাইবা ইবনে মুসলিম তার গোলাম সিয়াহকে ডাকলেন।

সিয়াহ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে কুতাইবা তাকে বলল ঃ হে সিয়াহ! এ বিশ্বাসঘাতকের শির কেটে ফেল।

সিয়াহ তার শির কেটে ফেলল তারপর নিজ স্থানে ফিরে গেল।

তখন কুতাইবা ইবনে মুসলিম যিরার ইবনে হুসাইনের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন ঃ তুমি আর আমি ছাড়া এ পৃথিবীর আর কেউ এ সংবাদ শোনেনি।

আর আমি মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, আমাদের এ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে যদি এ বিষয়টি কারো থেকে প্রকাশ পায় তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে এই বিশ্বাসঘাতকের অনুগামী করব।

যদি তোমার প্রাণের কোন প্রয়োজন থাকে তাহলে তুমি তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ।

মনে রেখ, মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুজাহিদ বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে ...

আর আমাদের উপর জঘন্যতম পরাজয় নেমে আসবে।

তারপর লোকদের প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন।

তারা তাইযারকে রক্তে নিমজ্জিত দেখে বিস্ময়ে অভিভূত, হতবাক ও হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কুতাইবা ইবনে মুসলিম বললেন ঃ একজন বিশ্বাসঘাতক গাদ্দারকে হত্যার কারণে কি তোমরা হতবাক হচ্ছো ?

লোকেরা বলল, আমরা তাকে মুসলমানদের কল্যাণকামী মনে করতাম।

কুতাইবা ইবনে মুসলিম বললেন ঃ বরং সে ছিল গাদ্দার। আল্লাহ তাকে তার পাপের শাস্তি দিয়েছেন।

তারপর তিনি তাঁর কণ্ঠ উঁচু করে বললেন ঃ এখন তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন কর।

তাদের সম্মুখে তোমরা এমন হৃদয় নিয়ে মুখোমুখি হও যে হৃদয় নিয়ে তোমরা ইতিপূর্বে মুখোমুখি হওনি।

* * *

মুজাহিদ বাহিনী তাদের সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিমের নির্দেশে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগল এবং শত্রুদের মোকাবিলার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করল।

দুই বাহিনী বুহ্য রচনা করে দাঁড়ালে মুসলমানদের অন্তর শত্রুদের সংখ্যাধিক্যে ও তাদের অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচর্যে ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

আতঙ্কে ভরে গেল।

কুতাইবা ইবনে মুসলিম বুঝলেন, মুজাহিদ বাহিনীর যোদ্ধারা কি নিয়ে অস্থিরতায় আছে।

তাই তিনি বাহিনীর মাঝে ঘুরতে লাগলেন এবং তাদের হিম্মত ও মনোবলকে শাণিত করতে লাগলেন।

অতঃপর তিনি পার্শ্ববর্তীদের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে কোথায় আছেন ?

লোকেরা বলল ঃ তিনি ঐ খানে ডান দিকে আছেন, হে সেনাপতি!

কুতাইবা ইবনে মুসলিম বললেন ঃ তিনি কি করছেন ?

লোকেরা বলল ঃ তিনি তার নেজার উপর ভর দিয়ে বসে আছেন। বিস্ফোরিত নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে আঙ্গুলি সঞ্চালন করছেন। তাকে কি ডেকে আনব ? হে সেনাপতি!

কুতাইবা ইবনে মুসলিম বললেন ঃ বরং তাঁকে তাঁর অবস্থায় ছেড়ে দাও।

তারপর বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, নিশ্চয় ঐ আঙ্গুলির সঞ্চালন আমার নিকট হাজার প্রসিদ্ধ তরবারীর চেয়ে বেশী প্রিয়

যা হাজার তারুণ্যে উচ্ছল যুবকের হাতে থাকবে।

তাঁকে দু'আ করার অবকাশ দাও

আমরা তাঁর ব্যাপারে এ কথাই জানি যে, তাঁর দু'আ কবুল হয়ে থাকে।

* * *

মুসলিম ও অমুসলিম বাহিনীর যুদ্ধারা দলে দলে ছুটে এল যেমন ক্ষুধার্ত শার্দূল ছুটে আসে

উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় উভয় বাহিনীর সংঘর্ষ হল।

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের সাহায্য করলেন।

সারা দিন তারা শত্রুর বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করল। পরিশেষে রাত ঘনিয়ে এলে মুশরিকদের পদকম্পন শুরু হল। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভয় ভীতি সঞ্চালিত করলেন।

তারা পালাতে শুরু করল।

আর মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী তাদের ধাওয়া করে হত্যা ও বন্দী করতে লাগল।

ঠিক তখন তারা কুতাইবা ইবনে মুসলিমের নিকট সন্ধি ও যুদ্ধপণ প্রদানের আবেদন করল।

তিনি তাদের সাথে সন্ধি করলেন।

* * *

বন্দী শত্রুদের একজন ছিল অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির। অনিষ্ট সৃষ্টিকারী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্বজাতিকে ক্ষেপিয়ে তুলতে দারুণ পারঙ্গম।

সে কুতাইবা ইবনে মুসলিমকে বলল ঃ হে আমীর! আমি মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হতে চাই।

তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কত দিবে ?

লোকটি বলল ঃ পাঁচ হাজার চীনা রেশমী পোষাক, তার মূল্য দশ লাখ

তখন কুতাইবা মুজাহিদের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন ঃ আপনাদের মতামত কি ?

তারা বলল ঃ আমাদের মতামত হল, এ সম্পদ মুসলমানদের গণীমতের মালকে বৃদ্ধি করবে

আর আমরা তো বিজয় অর্জন করার পর এ লোক এবং এর মত অন্যান্যদের শক্তিকে ভয় করি না।

তখন কুতাইবা ইবনে মুসলিম মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে এর দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি কি বলেন ?

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে বললেন ঃ হে সেনাপতি! মুসলমানরা তাদের বাড়িঘর থেকে গনীমত অর্জন ও ধন সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য আসেনি।

তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য

পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য

আল্লাহর শত্রুদের পদানত করার জন্য এসেছে।

তখন কুতাইবা বলল ঃ আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, মুক্তি পণের জন্য সে যদি দুনিয়ার সমুদয় সম্পদও প্রদান করে তবুও আমি তাকে এরপর কোন মুসলিম নারীকে আতঙ্কিত করতে দিব না।

তারপর তাকে হত্যার নির্দেশ দিলেন।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসের সম্পর্ক বনু উমাইয়ার আমীরদের মধ্যে ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লাব ও কুতাইবা ইবনে মুসলিমের সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

অন্যান্য আমীর ও শাসকদের সাথেও তাঁর উষ্ণ সম্পর্ক ছিল।

তবে বসরার শাসক বেলাল ইবনে আবী বুরদার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত উষ্ণ ও অন্তরঙ্গ।

এ শাসকের সাথে তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ জনশ্রুতিমূলক ঘটনা রয়েছে। অনেক কিংবদন্তি ও কাহিনী রয়েছে।

তার একটি হল, একদিন তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে এর নিকট গেলেন। দেখলেন, তিনি পশমের একটি খসখসে অমসৃণ জুব্বা পরে আছেন।

বেলাল তাকে বললেন ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! এ খসখসে অমসৃণ কাপড় পরার কি প্রয়োজন ?

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

তখন বেলাল তাঁকে বললেন ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি কেন সাড়া দিচ্ছেন না ?

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে এবার বললেন ঃ দুনিয়া বিমুখতার কথা বলতে অপছন্দ করছি। কেননা তাতে নিজের আত্মশুদ্ধির কথা ঘোষণা করা হবে

অসচ্ছলতার কথা বলতে অপছন্দ করছি। কেননা তাতে রবের বিরুদ্ধে অভিযোগ হবে

আর আমি তো এটাও চাই না, ওটাও চাই না।

বেলাল তাঁকে বললেন ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে, তাহলে আমি তা পূরণ করে দিতাম ?

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে বললেন ঃ আমার ব্যাপারে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। কোন মানুষের নিকট চাওয়ার মত আমার কোন প্রয়োজন নেই...

আর আমি আপনার নিকট এক মুসলমানের প্রয়োজন নিয়ে এসেছি।

যদি আল্লাহ তা পূরণের অনুমতি প্রদান করেন তাহলে তা পূরণ করবেন আর প্রশংসিত হবেন

আর যদি আল্লাহ তা পূরণের অনুমতি প্রদান না করেন তাহলে তা পূরণ করবেন না আর অক্ষম, ক্ষমার্হ হবেন।

বেলাল তখন বললেন ঃ বরং আল্লাহর অনুমতিতে আমি তা পূরণ করব।

তারপর তাঁর দিকে ফিরে বললেন ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! তাকদীর সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

তখন মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে বললেন ঃ হে আমীর! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তাঁর বান্দাদেরকে তাকদীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না

তাদেরকে শুধুমাত্র তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।

তাঁর কথা শুনে শাসক বেলাল লজ্জিত হলেন এবং নিরব হয়ে গেলেন।

তিনি শাসকের নিকট উপবেশন কালেই খাবারের সময় হল। শাসক তাঁকে খাবার গ্রহণ করতে বললেন। তিনি তা অস্বীকার করলেন।

শাসক তাকে বার বার অনুরোধ করলেন আর তিনি বিভিন্ন ওজর আপত্তি তুলে ধরলেন।

তখন শাসক রাগ করে বললেন ঃ মনে হচ্ছে, হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি আমাদের কোন খাবার গ্রহণ করতে অপছন্দ করছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে তখন তাঁকে বললেন ঃ হে আমীর! অমন কথা বলবেন না।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, শাসকদের মধ্যে যারা ভাল তারা আমার নিকট আমার সন্তানদের চেয়ে, এমনকি আমার অতি নিকট আত্মীয়ের থেকেও অধিক প্রিয়।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসেকে বেশ কয়েকবার আহ্বান করা হয়েছে, যেন তিনি বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করেন। কিন্তু তিনি তা কঠিন ভাবে প্রত্যাহার করেছেন

আর প্রত্যাহার করার কারণে তিনি নিজেকে দৈহিক নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখেও ফেলেছেন।

তার একটি ঘটনা হল, বসরার শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রধান মুহাম্মাদ ইবনে মুনযির তাঁকে ডেকে বলল ঃ ইরাকের শাসক আমাকে ডেকে বলেছেন, আমি যেন আপনাকে বিচারকের পদ অর্পণ করি।

তিনি তখন বললেন ঃ আমাকে তা থেকে ক্ষমা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।

মুহাম্মাদ ইবনে মুনযির তাকে দুই দুই, তিন তিন বার অনুরোধ করল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতিতে অটল রইলেন।

তখন মুহাম্মাদ ইবনে মুনযির ক্ষীপ্ত হয়ে বলল ঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয় বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, অন্যথায় আমি তোমাকে তিনশত দোররা মারব। আর তোমার কোন ওজর-আপত্তি শুনব না।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে বললেন ঃ যদি তুমি তা করতে চাও তাহলে করতে পারবে

তবে মনে রেখো, দুনিয়ার প্রহৃত ব্যক্তি পরকালে প্রহৃত ব্যক্তির চেয়ে অধিক উত্তম।

এ কথা শুনে মুহাম্মাদ ইবনে মুনযির লজ্জিত হল এবং সদাচরণের সাথেই তাঁকে বিদায় দিল।

* * *

বসরার মসজিদে মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে এর দরস-মজলিস ছিল তালেবে ইলমদের মিলনক্ষেত্র

উপদেশ আর প্রজ্ঞাময় বাণীর পিয়াসীদের জন্য ঝর্ণা ধারা

ইতিহাস ও জীবনচরিত গ্রন্থগুলো তার এ মজলিসসমূহের জ্যোর্তিময় ঘটনাবলিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তিনি বললেন ঃ আমি উপদেশ দিচ্ছি, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের বাদশাহ হও।

উপদেশপ্রার্থী বিস্ময়ে বিমোহিত হয়ে বলল ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! তা কিভাবে সম্ভব ?

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে বললেন ঃ দুনিয়ার ধন সম্পদের ব্যাপারে তুমি নির্মোহ হও তাহলে তুমি মানুষের হাতে সঞ্চিত সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে দুনিয়ার বাদশাহ হবে।

আর আল্লাহর নিকট যে উত্তম বিনিময় রয়েছে তা অর্জন করার মাধ্যমে তুমি পরকালে বাদশাহ হবে।

একদা অপর এক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি।

তিনি তখন বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসার তাওফীক দান করুন যার কারণে তুমি আমাকে ভালবাস, মহব্বত কর।

অতঃপর এ কথা বলতে বলতে ফিরে গেলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি, যে আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাকে ভালবাসা হবে অথচ আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট।

* * *

তিনি যখনই লোকদের শুনতেন, যে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করছে, তাঁর তাকওয়া ও ইবাদতের স্তুতি আলোচনা করছে তখন তিনি তাদের বলতেন ঃ

হায়! যদি পাপের দুর্গন্ধ বাতাসের বুকে ছড়াতো তাহলে তোমাদের কেউ আমার নিকটবর্তী হতে পারতে না।

তিনি তার ছাত্রদের সদা সর্বদা উৎসাহ দিতেন যেন তারা আল্লাহ তাআলার কিতাবকে আঁকড়ে ধরে রাখে এবং কুরআনের অঙ্গণেই জীবন পরিচালনা করে।

তিনি বলতেন ঃ কুরআন হল মুমিনের বাগিচা

তাই কুরআনের যেখানেই যাত্রা বিরতি করবে, বাগিচায় অবতরণ করবে...

তিনি অল্প আহার গ্রহণের উপদেশ দিয়ে বলতেন ঃ যে অল্প আহার গ্রহণ করে সে বুঝে, বুঝাতে পারে

তার হৃদয় পরিচ্ছন্ন ও নির্মল থাকে

আর বেশী আহার গ্রহণ মানুষকে তার অনেক কাঙ্খিত বিষয় থেকে বঞ্চিত করে।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে তাকওয়া ও পরহেযগারীর অত্যন্ত উঁচু মার্গে পৌছেছিলেন।

এ ব্যাপারে অনেক বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে ...

একদিনের ঘটনা। তাঁকে বাজারে দেখা গেল, তিনি তাঁর এক গাধা বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন ঃ হুযূর! এ গাধাটি আমার হবে তা কি আপনি পছন্দ করেন?

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে বললেন ঃ যদি আমি তা আমার জন্য হওয়াকে পছন্দ করতাম তাহলে তা বিক্রয় করতাম না।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে তাঁর সারাটি জীবন পাপের ভয় আর ভীতি নিয়েই কাটালেন

আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় আর ভীতি নিয়ে কাটালেন

তাই তাঁকে যখন বলা হত ঃ হে আবু আব্দুল্লাহ! সকালটি কেমন কাটালেন ?

উত্তরে তিনি বলতেন ঃ মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে সকাল কাটালাম

আশা-আকাঙ্খা থেকে দূরবর্তী হয়ে সকাল কাটালাম

খারাপ আমল নিয়ে সকাল কাটালাম।

তারপর তিনি প্রশ্নকারীর চেহারায় বিস্ময়ভাব পরিস্ফুট দেখলে বলতেন ঃ

ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কেমন ধারণা যে প্রত্যহ পরকালের দিকে এক দিনের পথ অতিক্রম করে!

* * *

মরণ ব্যাধিতে মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে আক্রান্ত হলেন বহু মানুষ তাঁর পরিচর্যা ও দেখাশুনার জন্য এল। এমনকি আগমন ও প্রত্যাগমনকারীদের দ্বারা তাঁর বাড়ী ভরে গেল

উপবেশনকারী আর দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁর বাড়ী পরিপূর্ণ হয়ে গেল

তিনি তখন তাঁর একান্ত নিকটতর ব্যক্তির দিকে ফিরে বললেন ঃ আচ্ছা বল দেখি, আগামী কাল যখন আমার ঝুঁটি আর পা পাকড়াও করা হবে তখন এরা আমার কি উপকার করতে পারবে ?

আমাকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন এরা আমার কি উপকার করতে পারবে ?

তারপর তিনি আল্লাহর অভিমুখী হয়ে বলতে লাগলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রত্যেক ঐ খারাপ স্থান থেকে ক্ষমা চাচ্ছি, যেখানে আমি দাঁড়িয়েছি ..

প্রত্যেক ঐ খারাপ স্থান থেকে, যেখানে আমি বসেছি ...

প্রত্যেক ঐ খারাপ প্রবেশ ক্ষেত্র থেকে, যেখানে আমি প্রবেশ করেছি ...

প্রত্যেক ঐ খারাপ প্রত্যাগমনক্ষেত্র থেকে, যেখান থেকে আমি প্রত্যাগমন করেছি ...

প্রত্যেক ঐ খারাপ আমল থেকে যা আমি করেছি ...

প্রত্যেক ঐ খারাপ কথা থেকে যা আমি বলেছি।

হে আল্লাহ! আমি ঐ সব কিছু থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনার নিকট তাওবা করছি। আপনি আমার তাওবা কবুল করুন।

তারপর তাঁর প্রাণবায়ু অনন্তলোকের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)

"উলামায়ে কেরামের অভিমত হল, উমর ইবনে
আব্দুল আযীয (রহঃ) খুলাফায়ে রাশেদা ও
আমলকারী আলেমদের মাঝে অগ্রগণ্য"।

- ইমাম যাহাবী (রহঃ)

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)

খোলাফায়ে রাশেদার আবেদ যাহেদ পঞ্চম খলীফার আলোচনা মিশকের সৌরভের চেয়ে অধিক সুরভিত।

সুবাসিত পুষ্পোদ্যানের চেয়ে বিস্ময়কর

তাঁর দূর্লভ আলোকময় জীবন চরিত এক সবুজ শ্যামল উদ্যান, তার যেখানেই তুমি অবস্থান করবে,

পাবে সবুজাভ বৃক্ষ

দৃষ্টিনন্দন ফুলের সারি

পরিপক্ক ফলফলাদি

যাঁর চরিতের সামনে ইতিহাস শির অবনমিত করে দিয়েছে। আমরা তার সুবিস্তৃত আলোচনা করতে পারছি না, তাই তাঁর পুষ্পোদ্যান থেকে একটা পুষ্প তুলে নেয়াতে তো কোন বাধা নেই।

তাঁর আলোকময় জীবনী থেকে এক ঝলক আলো গ্রহণে তো কোন বিধি নিষেধ নেই।

কেননা সবটুকু পাওয়া যাবে না বলে তো কিঞ্চিৎ পরিমাণ ছেড়ে দেয়া যায় না।

তাই উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) এর জীবনী থেকে তিনটি চিত্র তুলে ধরলাম।

প্রথম চিত্রটি বর্ণনা করেছেন মদীনার শ্রেষ্ঠ আলেম বিচারপতি ও সর্বশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব সালামা ইবনে দীনার।

তিনি বলেন ঃ হলবের এক প্রশাসনিক এলাকা খুনাছেরায় আমি খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনে আব্দুল আযীয এর নিকট গেলাম।

আমার বয়স তখন অনেক এগিয়ে গেছে।

আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎ দীর্ঘদিন পর হয়েছে।

আমি তাকে বাড়ির উঠানেই পেলাম।

তবে আমি তাঁকে তাঁর শারীরিক পরিবর্তনের কারণে চিনতে পারলাম না।

মদীনায় গর্ভনর অবস্থায় তিনি যেমন ছিলেন এখন আর তেমন নেই।

তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন ঃ

হে আবু হায্‌ম! এসো আমার নিকট এসো

আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বললাম ঃ আপনি কি আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে আব্দুল আযীয নন ?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

আমি বললাম ঃ আপনার এ অবস্থা ?

আপনার চেহারা কি কান্তিময় ছিল না ?

আপনার ত্বক কি সজীব ছিল না ?

আপনার জীবন কি স্বাচ্ছন্দময় ছিল না ?

তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।

আমি বললাম ঃ তাহলে কিসের কারণে আপনার অবস্থা এমন হয়ে গেল। অথচ আপনি তো এখন অশেষ সোনাদানার মালিক। আপনি আমীরুল মুমিনীন হয়ে গেছেন !

তিনি বললেন ঃ হে আবু হায্‌ম! আমার কি পরিবর্তন হয়েছে ?

আমি বললাম ঃ আপনি শীর্ণকায় হয়ে পড়েছেন

আপনার ত্বক অমসৃণ হয়ে গেছে ...

আপনার চেহারা পীতবর্ণ ধারণ করেছে ...

আর আপনার দুই চোখের জ্যোতি টিমটিমে হয়ে গেছে

তিনি তখন কেঁদে ফেললেন। বললেন ঃ

হায়! সমাধিস্থ হওয়ার তিন দিন পর যদি আমাকে দেখতে

আমার দুই চোখ পচে গলে আমার গন্ডদেশে প্রবাহিত হয়ে গেছে

আমার উদর ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে

কীটপোকা আমার শরীরে কিলবিল করছে

হায় আবু হাযম! তখন যদি আমাকে দেখতে তাহলে আজকের এই দিনের চেয়ে অধিক বিস্মিত হতে।

তারপর তিনি তার দৃষ্টি আমার দিকে তুলে ধরলেন এবং বললেন ঃ

হে আবু হাযম! ঐ হাদীসের কথা কি স্মরণ আছে, যা মদীনায় আমার নিকট বর্ণনা করেছিলে ?

আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমি তো আপনার নিকট অনেক হাদীস বর্ণনা করেছি। আপনি তার কোনটির কথা বলতে চাচ্ছেন ?

তিনি বললেন ঃ তা তো ঐ হাদীস যা আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমার স্মরণ আছে হে আমীরুল মুমিনীন!

তিনি বললেন ঃ পুণরায় তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। আমি আবার তা শুনতে চাই।

আমি বললাম ঃ আমি আবু হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ

إِنَّ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ عَقبَةً كَؤُوْدًا مُضَرَّسَةً لَنْ يَّجُوْزَهَا إِلَّا كُلُّ ضَامِرٍ مهزول

অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমাদের সামনে বিপদ সঙ্কুল দুর্গম গিরিপথ রয়েছে। শীর্ণকায় দুর্বল ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ তা অতিক্রম করতে পারবে না।

তারপর উমর ইবনে আব্দুল আযীয খুব কাঁদলেন। আমার ভয় হল, তার হৃদয় বুঝি বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তারপর অশ্রু মুছে ফেলে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন ঃ হে আবু হাযম! আমাকে কি তিরষ্কার করবে, যদি আমি সেই গিরিপথ থেকে মুক্তির আশায় নিজেকে শীর্ণ করি

আর আমি তো এখনো মুক্তি পাইনি।

* * *

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) এর জীবনের দ্বিতীয় চিত্রটি আমাদের নিকট বর্ণনা করছেন ইমাম তবারী তুফাইল ইবনে মিরদাস থেকে। তিনি বলেন ঃ

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ছোগদের গভর্ণর সুলাইমান ইবনে আবুস সারিয়্যি এর নিকট পত্র লিখলেন। তিনি তাতে বললেন–

"মুসলমানদের মেহমানদারি করার জন্য তুমি তোমার শাসিত অঞ্চলে সরাইখানা তৈরী কর। মুসলমানদের কেউ সেই সরাইখানার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে একদিন, একরাত তার মেহমানদারি কর।

তার অবস্থার সংশোধন করে দাও, তার বাহন পশুগুলোর পরিচর্যা করে দাও।

যদি ক্লান্তির অভিযোগ করে তাহলে, দুই দিন, দুই রাত তাদের মেহমানদারি কর।

তাকে সাহায্য সহযোগিতা কর।

যদি সে দুর্দশাগ্রস্থ হয়, তার নিকট কোন পাথেয় নেই, কোন বাহনজন্তুও নেই। তাহলে যা দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় তা তাকে দিয়ে দাও।

তাকে তার দেশে পৌঁছিয়ে দাও।

গভর্ণর আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ ঘোষণা করে দিলেন।

আমীরুল মুমিনীন যে সব সরাইখানা নির্মাণের নির্দেশ দিলেন তা তিনি নির্মাণ করলেন।

ফলে প্রতিটি স্থানে এ সংবাদ ছড়িয়ে গেল।

ইসলামী জগতের পূর্ব ও পশ্চিমের মানুষেরা এ নিয়ে আলোচনা করতে লাগল এবং খলীফার তাকওয়া ও ন্যায় বিচারের স্তুতি গাইতে লাগল।

ইতিমধ্যে সমরকন্দের অধিবাসীদের নেতৃস্থানীয় একদল লোক তাদের গভর্ণর সুলাইমান ইবনে আবুস সারিয়্যি এর নিকট এসে বলল ঃ

আপনার পূর্ববর্তী শাসক কুতাইবা ইবনে মুসলিম আমাদের সতর্কতা না করেই হঠাৎ আমাদের দেশ আক্রমণ করে পদানত করেছেন।

মুসলমানরা যে আদর্শ অনুসরণ করেন আমাদের সাথে যুদ্ধের সময় তিনি সে আদর্শ অনুসরণ করেননি।

আমরা জেনেছি, আপনারা আপনাদের শত্রুদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, যদি তারা তা অস্বীকার করে তাহলে আপনারা তাদেরকে জিযিয়া কর পদানের আহ্বান জানান

যদি তারা তা অস্বীকার করে তাহলে আপনারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেন।

আমরা আপনাদের খলীফার তাকওয়া ও ন্যায় নীতি দেখেছি, যা আমাদেরকে আপনাদের নিকট আপনাদের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে

আপনাদের সেনাপতি আমাদের উপর যে বিজয় লাভ করেছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনে আমাদের উৎসাহিত করেছে।

সুতরাং হে আমীর! আমাদের এক প্রতিনিধিদলকে আপনাদের খলীফার নিকট গমনের অনুমতি প্রদান করুন এবং আমাদের উপর যে যুলুম করা হয়েছে তা উত্থাপন করার সুযোগ দিন।

যদি অধিকার আমাদের হয়, তাহলে তা আমাদের দেয়া হবে

আর যদি আমাদের না হয়, তাহলে আমরা আমাদের গমন পথে ফিরে আসব।

তখন সুলাইমান ইবনে আবুস সারিয়্যি দামেষ্কে খলীফার নিকট তাদের একটি প্রতিনিধি গমনের অনুমতি প্রদান করলেন।

তারা দারুল খেলাফত দামেস্কে পৌঁছে খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনে আব্দুল আযীয এর নিকট তাদের বিষয়টি উত্থাপন করল।

খলীফা তখন গভর্ণর সুলাইমান ইবনে আবুস সারিয়্যি -এর নিকট একটি পত্র লিখে পাঠালেন। তিনি তাতে লিখলেন ঃ

"সালামের পর

আমার এই চিঠি তোমার নিকট পৌঁছলে সমরকন্দের অধিবাসীদের অভিযোগ শুনার জন্য একজন বিচারপতিকে নির্দেশ দিবে।

যদি বিচারপতি তাদের পক্ষে রায় দেয় তাহলে মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দিবে তারা যেন তাদের শহর ত্যাগ করে।

আর যে সব মুসলমান তাদের মাঝে অবস্থান করছে তাদেরকে তাদের দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ দিবে।

কুতাইবা ইবনে মুসলিম তাদের দেশে প্রবেশ করার পূর্বে তারা যেমন ছিল আর তোমরা যেমন ছিলে ঐ অবস্থায় ফিরে আসবে।"

প্রতিনিধি দলটি সুলাইমান ইবনে আবুস সারিয়্যি -এর নিকট এসে আমীরুল মুমিনীনের পত্রটি প্রদান করল। তিনি তখন তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য প্রধান বিচারপতি জমাইয়া ইবনে হাযের আন্‌নাযীকে নির্দেশ দিলেন।

প্রধান বিচারপতি তাদের অভিযোগ শুনলেন এবং তাদের বিষয়টির তত্ত্ব তালাশ করলেন।

একদল মুসলিম মুজাহিদ ও তাদের নেতাদের সাক্ষ্য গভীরভাবে শ্রবণ করলেন।

তখন তাঁর নিকট তাদের অভিযোগে সত্যতা স্পষ্ট হল

তিনি তাদের পক্ষে রায় দিলেন।

গভর্ণর এবার মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন তাদের দেশ মুক্ত করে দেয়। তাদের সেনাছাউনীতে ফিরে যায় অতঃপর পুণরায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে

হয় সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে তোমরা তাদের দেশে প্রবেশ করবে

অন্যথায় যুদ্ধ করে তা পদানত করে নিবে

তা না হলে তো তাদের জন্যই বিজয় হবে।

নেতৃস্থানীয় লোকেরা শুনল, মুসলমানদের প্রধান বিচারপতির ফয়সালা তাদের পক্ষে হয়েছে। তাই তারা বলাবলি করতে লাগল।

কী বিস্ময়কর কথা! তোমরা এ জাতির লোকদের সাথে মিশেছো, তাদের সাথে অবস্থান করেছো

তোমরা তাদের চরিত্র মাধুরী, ন্যায়নীতি ও সততা দেখেছো, খুব ভাল করে দেখেছো।

সুতরাং, তাদেরকে তোমাদের নিকট থাকার অনুরোধ কর।

তাদের সংশ্রবে থাকাতেই তৃপ্ত ও মুগ্ধ হও

তাদের সাহচর্যে থেকেই চক্ষু শীতল কর।

* * *

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) এর জীবনের তৃতীয় চিত্রটি বর্ণনা করেছেন ইবনে আব্দুল হাকাম তার 'সিরাতে উমর ইবনে আব্দুল আযীয' নামক মূল্যবান গ্রন্থে। তিনি বলেন ঃ

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে মাসলামা ইবনে আব্দুল মালেক তাঁর নিকট এলেন। বললেন ঃ

হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আপনার সন্তানদের এ সম্পদ গ্রহণ করার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

সুতরাং কতোই না ভাল হত যদি তাদের সম্পর্কে আমাকে বা আপনার পরিজনদের মধ্যে যাকে আপনি ভাল মনে করেন তাকে কিছু অসীয়ত করতেন।

তিনি তার কথা শেষ করলে উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) বললেন ঃ তোমরা আমাকে বসাও।

লোকের তাকে বসালে তিনি বললেন ঃ

হে মাস্‌লামা! আমি তোমার কথা শুনেছি।

তুমি বললে, আমি আমার সন্তানদের এ সম্পদ গ্রহণ করার পথ বন্ধ করে দিয়েছি ...

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাদেরকে তাদের কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করিনি।

আর যা তাদের নয় আমি কিছুতেই তা তাদের দিব না

তিনি বললেন, তুমি বলেছো যে, "যদি তাদের সম্পর্কে আমাকে বা আপনার পরিজনদের মধ্যে যাকে আপনি ভাল মনে করেন তাকে কিছু অসীয়ত করতাম"

তাদের কর্মবিধায়ক ও অভিভাবক হলেন আল্লাহ যিনি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের কর্মবিধায়ক।

হে মাসলামা! শুনে নাও, আমার সন্তানরা দু'ধরণের হবে

হয় মুত্তাকী পরহেযগার হবে। তাহলে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের অমুখাপেক্ষী করে দিবেন এবং তাদের সমস্যার সমাধান করবেন।

অন্যথায় অসৎকর্মপরায়ণ ও পাপাসক্ত হবে। তাহলে তো আমি কিছুতেই ঐ ব্যক্তি হব না যে সর্বাগ্রে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় ধন সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে।

তারপর বললেন ঃ আমার নিকট আমার সন্তানদের ডেকে আন।

লোকেরা তাদের ডেকে আনল। তারা প্রায় উনিশ জন।

তাদের দেখে তাঁর চোখ অশ্রু সজল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ হায় একদল বালককে আমি নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে যাচ্ছি, অর্থ বলতে তাদের কিছুই নেই।

তিনি নিরবে কাঁদলেন

তারপর তাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন ঃ হে আমার সন্তানরা!

নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণকর বিষয় রেখে যাচ্ছি। তোমরা কোন মুসলমান বা জিম্মীর পাশ দিয়ে গেলেই তারা মনে করবে, তাদের উপর তোমাদের দাবী রয়েছে,

হে আমার সন্তানরা! দু'টি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার তোমাদের রয়েছে।

তোমরা বিত্তবান হবে আর তোমাদের পিতা জাহান্নামে যাবে

তোমরা দরিদ্র থাকবে আর তোমাদের পিতা জান্নাতে যাবে ...

আমি মনে করি, তোমারা বিত্তবান হওয়ার চেয়ে তোমাদের পিতাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়াকেই প্রাধান্য দিবে।

তারপর মমতায় ভরা দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে। বললেন ঃ

তোমরা চলে যাও, আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করবেন

তোমরা চলে যাও, আল্লাহ তোমাদের রিযিক দিবেন

তখন মাসলামা তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমার নিকট তার চেয়ে উত্তম বস্তু রয়েছে।

তিনি বললেন ঃ তা কি ?

মাসলামা বললেন ঃ আমার নিকট তিন লাখ দীনার আছে।

আমি তা আপনাকে দিচ্ছি, আপনি তা তাদের মাঝে বন্টন করে দিন

অথবা ইচ্ছে করলে আপনি তা অন্য কাউকেও দান করে দিতে পারেন

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) তাঁকে বললেন ঃ হে মাসলামা, আমি কি তার চেয়ে উত্তম ক্ষেত্রের কথা বলে দিব।

মাসলামা বললেন ঃ তা কি ? হে আমীরুল মুমিনীন!

তিনি বললেন ঃ যাদের থেকে তা নেয়া হয়েছে তাদের নিকট তুমি তা ফিরিয়ে দাও।

কারণ এ সম্পদে তোমার কোন অধিকার নেই।

মাসলামার দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। বললেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্ আপনাকে জীবনে-মরণে রহম করুন

আমাদের পাষাণ হৃদয়গুলোকে আপনি কোমল করে দিয়েছেন

আমাদের এমন উপদেশাবলী দিয়েছেন যা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম

আর সৎকর্মপরায়ণশীলদের মাঝে আমাদের আলোচনাকে মৃতুঞ্জয়ী করে গেলেন।

* * *

উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) এর ইন্তেকালের পর লোকেরা তাদের সন্তানদের খবরাখবর নিন।

তারা দেখলো, তাদের কেউ কারো মুখাপেক্ষী হয়নি। দরিদ্র হয়নি।

মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন–

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

অর্থ ঃ তাদের ভয় করা উচিৎ, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল, অক্ষম সন্তানসন্তুতি ছেড়ে যায়, তাদের জন্য তারাও আশঙ্কা করে সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং ন্যায় সংগত কথা বলে। (সূরা নিসা ৭)

সমাপ্ত

আলোর মিছিল

তৃতীয় খণ্ড

মূল ঃ ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা (রহ.)
অনুবাদ ঃ মাওলানা নাসিম আরাফাত

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, (দোকান নং ৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ জুন ২০০৭ ঈসায়ী
প্রথম মুদ্রণ ঃ জুলাই ২০০৩ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ **মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স**
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-21-5

মূল্য ঃ ষাট টাকা মাত্র

ALOR MICIL (3TH PART)
By Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha (Rh.)
Translated by Maulana Nasim Arafat
Price Tk. 60.00 US $ 2.00 only

'আলোর মিছিল'-তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন

হ্যাঁ, আলোর মিছিল'ই বটে,
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াততো পুরোপুরিই আলো, আবার তাঁর ঈমানী শিক্ষা যার দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি আর তাঁদের মাধ্যমে তাবেঈগণ জীবন আলোকিত করেছিলেন, সেটাও ছিলো এক সমুজ্জল আলো। সুতরাং আঁধার এই পৃথিবীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণ ছিলেন যথার্থই সমুজ্জল আলোর মিছিল।

আলোর মিছিল গ্রন্থখানি তাবেঈদের জীবন-চরিতমূলক একটি শ্রেষ্ঠ রচনা, যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে হিদায়াতের আলো। এতে রয়েছে বিখ্যাত তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত চমৎকার জীবন কাহিনীর দ্যুতিময় উপস্থাপনা। আলোর মিছিল তার পাঠককে শোনায় তাঁদের তাকওয়া-পরহেযগারী, সংযম-সাধনা ও নিষ্ঠার শ্লোগান। প্রতিটি জীবনই বিবৃত করে তাঁদের মৃত্যুর স্মরণ, মানবকল্যাণ ও অপূর্ব আত্মত্যাগপূর্ণ পবিত্র জীবনের জয়গান। আলোর মিছিলের প্রতিটি কাহিনীই পাঠক হৃদয়ে রেখে যায় জীবন গঠন ও আত্ম উন্নয়নের এক দীপ্ত আহ্বান।

মহান ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী পড়তে যারা ভালবাসেন, আলোর মিছিল তাদের সেই ভালবাসাকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দেবে আরো বহুগুণ। এমনকি যারা জীবন কাহিনী পড়তে অপছন্দ করেন 'আলোর মিছিল' তাদেরও অপছন্দ হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সবশেষে বলি- দ্বীন ইসলামও একটি আলো যারা সে আলোকে পছন্দ করেন কিংবা যারা মুসলমান হয়েও ক্ষণিকের মোহে সে আলো থেকে সরে আছেন দূরে-অন্ধকারে, সকলের কাছেই আমন্ত্রণ রইলো আসুন শামিল হই 'আলোর মিছিলে'।

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫